৭৮৬
৯২

দুয়ায় মুস্তাফা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১।	তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য	৪০
২।	ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী	৩০
৩।	ব্যাংকের সুদ প্রসঙ্গ	৫
৪।	'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ	৭৫
৫।	'আনওয়ারুশ্ শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ	২৫
৬।	সলাতে মুস্তাফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা	৩৫
৭।	তোহফায়ে ছামদানী বা মাসায়েলে করবানী	১৫
৮।	দাফনের পূর্বাপর বালাকোটে কাল্পনিক কবর	১৫
৯।	'আল্ মিসবাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ	১৫
১০।	মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম ও নারীদের প্রতি এক কলম	১০
১১।	তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সালাম	৫
১২।	'ইমাম আহমাদ রেজা' প্রথম হইতে ষষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত।	

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

১। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
২। সেই মহানায়ক কে ?
৩। সলাতে মুস্তাফা বা সহীহ্ নামাজ শিক্ষা
৪। রেজবী খুৎবাত
৫। রেজবী তা'বীজাত
৬। রেজবী উপঢৌকন
৭। 'মোসনাদে ইমাম আজম' এর বঙ্গানুবাদ
৮। বাশারীয়াতে মুস্তাফা
৯। ইমাম আবু হানিফা ও হানিফী মাজহাব
১০। 'আন্ওয়ারুল হাদীস' এর বঙ্গানুবাদ
১১। 'মুহাক্ কাকানা ফায়সালা' এর বঙ্গানুবাদ
১২। ভবিষ্যৎ বক্তা
১৩। ইসলামী জীবন

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুয়ায় মুস্তাফা

মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

খাঁপুর (বেরেলী মহল্লা)

পোঃ—কালিকাপোতা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৭৪৩৩৫৫

শিক্ষক, ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা

পোঃ—ছয়ঘরী

মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১

pdf By Syed Mostafa Sakib

Doaa-E-Mustafa
By Mufti Gulam Samdanee Rezvi

প্রকাশক ঃ
সুন্নী রেযা লাইব্রেরী
C/o আব্দুস্ সালাম লস্কর ক্বাদেরী
গ্রাম –চিংড়িপোতা, লস্কর পাড়া
পোঃ—পশ্চিম রামেশাপুর, থানা—বজবজ
জেলা—দক্ষিন ২৪ পরগণা
প্রথম প্রকাশ—১৩ই ফাল্গুন, ১৪০৪ (ইং ১৯৯৮)

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

মৌঃ মোঃ ইউনুস আলি ক্বাদেরী
মাদ্রাসা গাওসীয়া রিজবীয়া
মাসউদুল উলুম, বলরামপুর
জামাদার পাড়া, ২৪ পরগণা (দঃ)

* কালিমী বুক ডিপো
শায়দাপুর, মুর্শিদাবাদ
* নুরী বুক ডিপো
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
* রেজা লাইব্রেরী
নলহাটী, বীরভূম
* এম, বসির হাসান এণ্ড সন্স
লোয়ার চিৎপর রোড, কলি
* ইম্প্রিয়াল বুক হাউস
৫৬, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩
* সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক, মালদা
* জে. পি. পুস্তকালয়
সংগ্রামপুর স্টেশন
দঃ ২৪ পরগণা

মূল্য—ত্রিশ টাকা

মুদ্রক ঃ রঞ্জিত মজুমদার
যুগবার্ত্তা প্রেস
৫/১, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
ফোন ঃ ৩৫০-২৩৩২

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	দুয়া সম্পর্কে কতিপয় হাদীস	১
২।	প্রত্যেক নামাজের পর পড়িতে উপদেশ	৩
৩।	'আহাদ নামাহ' এর ফজিলত	৪
৪।	দুয়ায় আহাদ নামাহ	৬
৫।	সফরের দুয়া	৮
৬।	কাহার বিদায় দেওয়ার দুয়া	৯
৭।	ঘর হইতে বাহির হইবার দুয়া	৯
৮।	বাজারে প্রবেশ করিবার দুয়া	১০
৯।	অবস্থান গাহে পড়িবার দুয়া	১০
১০।	মজলিস হইতে উঠিবার দুয়া	১১
১১।	শয়নের পূর্বে পাঠ করিবার দুয়া	১১
১২।	রাতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দুয়া	১২
১৩।	কোন সম্প্রদায়কে ভয় করিলে পড়িবার দুয়া	১৩
১৪।	ঋণ পরিশোধের দুয়া	১৩
১৫।	পায়খানায় প্রবেশ করিবার দুয়া	১৫
১৬।	শবে কদরের দুয়া	১৫
১৭।	প্রচণ্ড ঝড়ের সময় পড়িবার দুয়া	১৬
১৮।	সমস্ত বিপদ হইতে নাজাতের জন্য পাঠ করিবার দুয়া	১৬
১৯।	কাফেরদের প্রতি দুয়া	১৭
২০।	নতুন কাপড় পরিবার দুয়া	১৭
২১।	সহবাস করিবার দুয়া	১৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২।	বিপদের সময়ে পড়িবার দুয়া	১৯
২৩।	আয়নাতে আকৃতি দেখিলে পড়িবে	২০
২৪।	খাইবার পর পড়িবার দুয়া	২০
২৫।	দরূদের ফজিলাত	২১
২৬।	দরূদে তাজ	২৩
২৭।	দরূদে তাজের ফজিলাত	২৬
২৮।	দরূদে গাওসীয়া	২৬
২৯।	দরূদে ওয়াইসিয়া	২৭
৩০।	দরূদে রেজবীয়া	২৭
৩১।	দরূদে হিফজে ঈমান	২৮
৩২।	দরূদে মাহী	২৮
৩৩।	পাঁচ ওয়াক্তের তসবীহ	৩০
৩৪।	মোরগের আওয়াজ শুনিলে পাঠ করিবার দুয়া	৩০
৩৫।	জান্নাত ওয়াজিব হইবার দুয়া	৩১
৩৬।	সাইয়েদুল ইস্তেগ্‌ফার	৩১
৩৭।	ইসমে আ'জম	৩২
৩৮।	ইসমে আ'জমের সমষ্টি	৩৯
৩৯।	বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখিয়া পড়িবে	৪১
৪০।	ব্যধি হইতে আরোগ্যলাভের দুয়া	৪১
৪১।	মসজিদে যাইবার সময়ে পড়িযে	৪২
৪২।	মসজিদে প্রবেশ করিবার দুয়া	৪৩
৪৩।	মসজিদ হইতে বাহির হইবার দুয়া	৪৪
৪৪।	ফজরের নামাজে যাইবার দুয়া	৪৪
৪৫।	নতুন চাঁদ দেখিয়া পড়িবার দুয়া	৪৫
৪৬।	মেঘ গর্জনের সময় পড়িবার দুয়া	৪৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৭।	অসুস্থ ব্যক্তির পড়িবার দুয়া	৪৬
৪৮।	অসুস্থ ব্যক্তির নিকটে পড়িবার দুয়া	৪৭
৪৯।	দুয়ার সমষ্টি	৪৭
৫০।	ইফ্‌তারের দুয়া	৪৮
৫১।	নিদ্রায় ভয় করিলে পড়িবার দুয়া	৪৯
৫২।	সকাল ও সন্ধ্যার দুয়া	৪৯
৫৩।	গায়বী সাহায্য পাইবার দুয়া	৫১
৫৪।	আয়াতুল কুরসীর ফজীলাত	৫২
৫৫।	আয়াতুল কুরসী	৫৩
৫৬।	মুনাজাতে ইমাম আহমাদ রেজা	৫৩
৫৭।	ট্রেন, বাস ইত্যাদিতে চড়িবার দুয়া	৫৭
৫৮।	নৌকায় চড়িবার দুয়া	৫৭
৫৯।	দুয়ায়ে মালাইকা	৫৭
৬০।	বিসমিল্লাহ শরীফের ফজীলাত	৫৮
৬১।	সুরাহ ফাতিহার ফজীলাত	৬০
৬২।	সুরাহ ফাতিহা	৬১
৬৩।	বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	৬২
৬৩।	মুর্দার চক্ষু বন্ধ করিবার দুয়া	৭৫
৬৫।	মুর্দাকে কবরে শোয়াইবার দুয়া	৭৫
৬৬।	কবরে মাটি দেওয়ার দুয়া	৭৫
৬৭।	কবর তালক্বীনের দুয়া	৭৬
৬৮।	তালক্বীনের দ্বিতীয় দুয়া	৭৭
৬৯।	কবর যিয়ারতের দুয়া	৭৮
৭০।	দুয়ায় আশুরাহ	৭৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়		পৃষ্ঠা
৭১।	দুয়ায় আশুরাহ্ পাঠ করিবার নিয়ম	৮২
৭২।	দুয়ায় শাবান	৮২
৭৩।	দুয়ায় শাবান পাঠ করিবার নিয়ম	৮৫
৭৪।	দুয়ায় খাত্‌মে খাজেগানে চিশ্‌তীয়া	৮৬
৭৫।	খাত্‌মে খাজেগানের নিয়ম	৮৬
৭৬।	দুয়ায় দাফয়ে বালা	৮৭
৭৭।	দুয়ায় ইস্তিখারাহ্	৮৯
৭৮।	ইস্তিখারার দ্বিতীয় দুয়া	৯০
৭৯।	দুয়ায় হিল্লুল মুশ্‌কিলাত	৯০
৮০।	দুয়ায় কাদেরীয়া রেজবীয়া	৯২

———

pdf By Syed Mostafa Sakib

২১-৭-১৯৯৫ সালে মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা গওসীয়া রেজবীয়ার ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির উরুস শরীফ। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বাংলা ও বিহারের বহু আলেম। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস মুনাজিরে আহলে সুন্নাত হজরত জহুর আলাম রেজবী সাহেব কিবলা, ভাগলপুর। উলামাগণ সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন যে, আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে এই নগন্য লেখকের কিতাবগুলি ছাপাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। কয়েকজন আলেম একটি দুয়ার কিতাব লিখিতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। আল্ হামদুলিল্লাহ, আমার সময়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও ১৩-১০-৯৫ সালে 'দুয়ায় মুস্তাফা' নামক পুস্তকটি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করিয়া দিয়াছি। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সাইয়েদ মাসউদুর রহমান কাদেরী সাহেব কিবলা পুস্তকটি প্রকাশের জন্য গভীর আগ্রহে আগাইয়া আসিয়াছেন। আল্লাহ পাক সাইয়েদ সাহেবকে দীর্ঘ আয়ু দান করিয়া ইসলামের খিদমাত করিতে সামর্থ দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আ'লামীন।

মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

১৪-১-৯৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

—ঃ উরূস শরীফ ঃ—

প্রতি বৎসর ২৩শে মাঘ মুর্শিদাবাদ, কানুপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে হজরত শাহ কানু ইকরামুল হক্ব রহমাতুল্লাহি আলাইহির উরূস শরীফ হয়। পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের খ্যাতনামা উলামায় কিরাম উপস্থিত হইয়া ওয়াজ নসীহত করিয়া থাকেন।

পথ নির্দেশ ঃ—

রঘুনাথ গঞ্জ ফুলতলা হইতে রিক্‌শা যোগে কানুপুর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুয়ায় মুস্তাফা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ -

দুয়া সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

(১) হজরত নু'মান বিন বাশীর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ -

অর্থাৎ 'দুয়া হইল ঈবাদাত'। (মিশকাত ১৯৪ পৃষ্ঠা)

(২) হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দুয়া হইল ঈবাদাতের মগ্‌জ।

(তিরমিজী শরীফ ২য় খণ্ড ১৭২ পৃষ্ঠা)

(৩) হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকটে দুয়া অপেক্ষা কোন জিনিষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৭২ পৃষ্ঠা)

(৪) হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যখন তোমাদের মধ্যে কেহ দুয়া করিবে, তখন সে যেন এইরূপ না বলে—হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও যদি তুমি ইচ্ছা কর, আমার প্রতি দয়া কর যদি তুমি চাও, আমাকে আহার প্রদান কর যদি তুমি চাও, বরং আল্লার প্রতি পূর্ণ নির্ভর রাখিয়া চাহিবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তিনি তাহাই করিয়া থাকেন। কেহ তাহাকে বাধা প্রদান করিতে পারে না। (বোখারী, মিশকাত ১৯৪ পৃষ্ঠা)

(৫) হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সরকারে মদীনা আলাইহিস্ সালাম বলিয়াছেন—বান্দা যতক্ষণ পাপ কাজের জন্য অথবা কাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য দুয়া না করিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহার দুয়া কবুল হইয়া থাকে। অনুরূপ যতক্ষণ শীঘ্র না করিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহার দুয়া কবুল হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, শীঘ্র করিবার অর্থ কি ? হুজুর বলিলেন—বার বার দুয়া করিয়াছে কিন্তু নিজের জন্য দুয়া কবুল হইতে না দেখিয়া বাধ্য হইয়া দুয়া ত্যাগ করিয়া দেওয়া। (মুসলিম, মিশকাত ১৯৪ পৃষ্ঠা)

(৬) হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিয়াছেন—যে আল্লাহর নিকট দুয়া করে না, আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যান। (তিরমিজী, মিশকাত ১৯৫ পৃষ্ঠা)

(৭) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—দুয়া করিতে অলসতা করিবে না। কারণ, যে দুয়া করিতে থাকিবে সে ধ্বংস হইবে না। (হাসনে হাসীন ১২ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত হাদীসগুলি হইতে কয়েকটি বিষয় জানা যাইতেছে যে, (১) দুয়া মুসলমানের প্রধান হাতিয়ার। (২) আল্লাহর নিকটে বান্দার দুয়া খুবই পছন্দনীয়। (৩) দুয়া করিবার সময় পূর্ণ আশা রাখিতে হইবে যে, দুয়া কবুল হইয়া যাইবে। (৪) অপরের ক্ষতির জন্য দুয়া না করা। (৫) দুয়া কবুল হইতে বিলম্ব হইলে নৈরাশ হইয়া না যাওয়া ইত্যাদি।

প্রত্যেক নামাজের পর পড়িতে উপদেশ

(১) হজরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমার হাত ধরিয়া বলিয়াছেন—হে মুয়াজ, খোদার কসম আমি তোমাকে ভালবাসিয়া থাকি। আবার বলিলেন—হে মুয়াজ, আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, প্রত্যেক নামাজের পর এই দুয়াটি পাঠ করিবে, সাবধান! ত্যাগ করিবে না।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা জিক্‌রিকা অ শুক্‌রিকা অ হুস্‌নি ঈবাদাতিক। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) হজরত উৎবাহ বিন আমির রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাজের পর "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" 'কুল আউজু বিরব্বিল ফালাক্ব' এবং "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" 'কুল আউজু বিরব্বিন্ নাসি' পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ২১৩ পৃষ্ঠা)

(৩) হজরত আনাস্ রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অধিকাংশই এই দুয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্ দুনইয়া হাসানাতাঁও অফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও অকিনা আজাবান্নারি। (বোখারী ২য় খণ্ড ৯৪৫ পৃষ্ঠা)

'আহাদ নামাহ' এর ফজীলাত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি জীবনে একবার 'আহাদ নামাহ' পাঠ করিবে, আমি তাহার জান্নাতী হইবার জামীন হইব।

হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন—আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি,

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষের দেহে তিন হাজার রোগ রহিয়াছে। এক হাজার রোগ সম্পর্কে হাকীম অবগত এবং দুই হাজার রোগের ঔষধ কাহারো জানা নাই। যে ব্যক্তি নিজের কাছে 'আহাদ নামাহ' রাখিবে আল্লাহ তাআলা তাহার তিন হাজার রোগ হইতে নিরাপদে রাখিবেন।

হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি—যে ব্যক্তি 'আহাদ নামাহ' কাছে রাখিবে সে সাপ, বিছা ও যাদু হইতে নিরাপদ থাকিবে।

আমীরুল মু'মিনীন মাওলা আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি একচল্লিশ বার 'আহাদ নামাহ' পাঠ করিয়া মুর্দার নামে ইসালে সওয়াব করিয়া দিবে, তাহা হইলে মুর্দার কবর পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চওড়া হইয়া যাইবে এবং নূরে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। মুর্দার কবরে রাখিয়া দিলে মুর্দা সাত পয়গম্বরের সওয়াব পাইবে ও মুনকার, নাকীরের সওয়াল সহজ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ পাক ডান দিক হইতে এক লক্ষ গজ ও বাম দিক হইতে চল্লিশ হাজার গজ এবং পায়ের দিক হইতে চল্লিশ হাজার গজ দূরে আজাব রাখিয়া দিবেন এবং কবর এত প্রসস্থ হইয়া যাইবে যে, চক্ষু দিয়া দেখা অসম্ভব হইবে।

আল্লাহ তাআলা 'আহাদ নামার' একটি আকৃতি দান করিয়াছেন, সেই আকৃতিতে কবরে থাকিবে। যখন কিয়ামতের দিবস কবরবাসী উঠিবে তখন 'আহাদ নামাহ' ফিরিশ্‌তা হইয়া সামনে আসিবে এবং বেহেশ্‌তী পোষাক আনিয়া পরাইয়া বোরাকে উঠাইয়া দিবে। আল্লাহ তাআলা বলিবেন—হে আমার মোমেন বান্দা! তোমার নিকটে 'আহাদ নামাহ' রহিয়াছে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাও; যেহেতু

pdf By Syed Mostafa Sakib

তুমি পৃথিবীতে প্রতিদিন পাঠ করিয়াছ। আজ আমি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতেছি ; মাথায় মুকুট রাখ, বেহেশ্‌তী পোষাক পরিধান কর, বোরাকে আরোহণ কর এবং বিনা হিসাবে ও আজাবে জান্নাতে চলিয়া যাও। তুমি যাহাকে শাফায়াত করিবে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। যখন লোকটির এই অবস্থায় হাশরবাসীরা দেখিবে যে, পরিধানে বেহেশ্‌তী পোষাক এবং মুখখানা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়, তখন হাশরবাসীরা ধারণা করিবে যে, ইনি কোন নবী অথবা সিদ্দিক অথবা কোন বুজর্গ হইবেন। বেহেশ্‌তের ফেরেশ্‌তাহ বলিয়া দিবেন—ইনি কোন নবী নহেন বরং আল্লাহর একজন বান্দা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উম্মাত। ইনি পৃথিবীতে 'আহাদ নামা' সঙ্গে রাখিতেন এবং প্রত্যেক দিন পাঠ করিতেন। উহার প্রতিদান ইনি পাইয়াছেন ; তখন সবাই দুঃখ করতঃ বলিবে—হায় আফসোস ! আমরা এতদিন পৃথিবীতে থাকিলাম কিন্তু কেন উহা ভুলিয়া ছিলাম। (শামে শাবিস্তানে রেজা খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৯০ হইতে ৯২ পর্যন্ত)।

দুয়ায় আহাদ নামাহ্

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى
نَفْسِىْ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ اِلَى
الشَّرِّ وَتُبَاعِدْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّىْ لَا اَتَّكِلُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ
فَاجْعَلْ لِىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْهِ اِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۔ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ
خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ফাতিরাস্ সামা ওয়াতি অল্ আর্দি আলিমাল গয়বি অশ্ শাহাদাতি হুয়ার্ রহমা নুর্‌রাহীম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'হিদু ইলাইকা ফী হার্জিহিল্ হায়াতিদ্ দুন্ইয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আহ্দাকা লা শারীকা লাকা অ আশ্ হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুকা অ রাসুলুকা ফালা তাকিলনী ইলা নাফ্সী ফাইন্নাকা ইন্ তাকিল্নী ইলা নাফ্সী তুকার্রি'ব্নী ইলাশ্ শার্রি অতুবা ইদ্ মিনাল খয়রি অইন্নী লা আত্তাকিলু ইল্লা বিরাহ্ মাতিকা ফাজ্য়াল্লী ইনদাকা আহদান্ তুওয়াফ্ ফীহে ইলা ইয়াও মিল কিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মীয়াদ। অ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খয়রি খল্কিহী মুহাম্মাদিন অ আলিহী অ আসহাবিহী আজ্মা ঈন্ বিরাহ মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সফরের দুয়া

হজরত আব্দুল্লাহ বিন সারজিস রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন সফরে যাইতেন, তখন এই দুয়া পাঠ করিতেন—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ

اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِى سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِى اَهْلِنَا اَللّٰهُمَّ اِنِّى

اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ

الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى

الْاَهْلِ وَالْمَالِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সাহিবু ফিস্ সাফারি অল্ খলীফাতু ফিল আহলি আল্লাহুম্মাস্ হাব্না ফী সাফারিনা অখ্লুফ্না ফী আহলিনা আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিন অ'সাইস্ সাফারি অ কাবাতিল মুন্কালাবি অমিনাল্ হাউরি বা'দাল কাউরি অমিন দাউওয়াতিল মাজলুমি অ সুইল মাঞ্জারি ফীল আহলি অল্ মালি। (তিরমিজী ১ম খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা)

সফর হইতে ফিরিবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন সফর হইতে মদীনা শরীফে ফিরিতেন তখন এই দুয়া পাঠ করিতেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আইবুনা তাইবুনা আবিদুনা লি রব্বিনা হামিদুনা। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮২ পৃষ্ঠা)

কাহার বিদায় দেওয়ার দুয়া

হুজুর তাজ্‌দারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন কোন মানুষকে বিদায় দিতেন, তখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেন—

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আস্তাওদি উল্লাহা দ্বীনাকা অ আমানা তাকা অ খাওয়াতিমা আমালিকা (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮২ পৃষ্ঠা)

ঘর হইতে বাহির হইবার দুয়া

হুজুর সরকারে মদীনা আলাইহিস্‌ সালাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় এই দুয়া পাঠ করিবে তাহার বিপদ দূর হইয়া যাইবে, সে শত্রুর শত্রুতা হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং শয়তান তাহার থেকে পৃথক হইয়া যাইবে—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্‌ কালতু আলাল্‌ লাহি অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাজারে প্রবেশ করিবার দুয়া

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করিবার সময়ে এই কথাগুলি পড়িয়া নিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার আমল নামাতে দশ লক্ষ সওয়াব লিখিবার আদেশ করিবেন, দশ লক্ষ গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং দশ লক্ষ দরজা দান করিবেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু অলাহুল হামদু ইউহ্য়ী অ ইউমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শাই ইন্ ক্বাদীর। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮০ পৃষ্ঠা)

অবস্থানগাহে পড়িবার দুয়া

রাহমা তুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—সফরে কোন স্থানে অবস্থান করিবার সময় যে এই দুয়া পাঠ করিবে সেই স্থানে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না—

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -

উচ্চারণ ঃ আউজু বি কালিমা তিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শারি' মা খলাক্বা। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মজলিস হইতে উঠিবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিবার সময় এই দুয়াটি পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা ঐ মজলিসে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবিহাম্দিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা অ আতুবু ইলাইকা। (শর্হু মায়ানীল আসার ২য় খণ্ড ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

শয়নের পূর্বে পাঠ করিবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি বিছানায় এই দুয়াটি তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, যদিও তাহার গোনাহ পাতা ও বালি পরিমাণ হয়।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

উচ্চারণ ঃ আস্তাগ ফিরুল্লা হাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম অ আতুবু ইলাইহি। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা) অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শয়ন করিবার সময় পাঠ করিতেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বি ইস্‌মিকা আমুতু অ আহ্‌ইয়া। —হুজুর নিদ্রা হইতে জাগিয়া পাঠ করিতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيٰى نَفْسِىْ بَعْدَ مَا اَمَاتَهَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

উচ্চারণ ঃ আল্‌ হামদু লিল্লাহিল্লাজী আহ্‌ ইয়া নাফ্‌সী বা'দামা আমাতাহা অ ইলাইহিন্‌ নুশুর। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা)

রাতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হইয়া এই দুয়াটি পাঠ করিবে তাহার দুয়া কবুল হইবে এবং যে অজু করতঃ নামাজ পড়িবে তাহার নামাজও কবুল হইবে। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাই ইন্‌ ক্বাদীরুন অ সুবহা নাল্লাহি অল্‌ হামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবারু অলা হাউলা অলা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

কোন সম্প্রদায়কে ভয় করিলে পাঠ করিবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যদি কোন সম্প্রদায়কে অথবা কোন ফৌজ এর থেকে জান, মাল ইত্যাদির ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দুয়াটি পাঠ করিবে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহুরিহিম অনাউজু বিকা মিন শুরুরিহিম। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা)

ঋণ পরিশোধের দুয়া

হজরত আবু সাইদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মসজিদে উপস্থিত হইয়া সেখানে হজরত আবু উমামা রাদী আল্লাহু আনহুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—আবু উমামা! এখন তো নামাজের সময় হয় নাই. মসজিদে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছো কেন? হজরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু উমামা বলিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি অত্যন্ত দরিদ্র ও ঋণী হইয়া পড়িয়াছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিলেন—আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিব না! যাহা পাঠ করিলে তোমার চিন্তা দুর হইয়া যাইবে এবং ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইবে। হজরত উমামা বলিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাকে অবশ্যই শিক্ষা দিন। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিলেন—তুমি প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুয়া পাঠ করিবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْکَسْلِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ـ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিনাল হাম্মি অল্ হুজ্নি অ আউজু বিকা মিনাল্ আজ্জি অল্ কাস্লি অ আউজু বিকা মিনাল্ জুব্নি অল্ বুখ্লি অ আউজু বিকা মিন গলাবাতিদ্ দাইনি অ ক্বহরির রিজাল।"—হজরত আবু উমামা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন – আমি এই দুয়া পাঠ করিবার পর আমার চিন্তা দুর হইয়াছে এবং আল্লাহ পাক আমার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। (আবু দাউদ ১ম খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠা)

নিম্নের দুয়াটি সম্পর্কে হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন—এই দুয়াটি পাঠ করিলে পাহাড় সমান ঋণ থাকিলেও তাহা পরিশোধ হইয়া যাইবে। (মিশকাত ২১৬ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

পায়খানায় প্রবেশ করিবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন পায়খানায় যাইতেন, তখন বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিনাল খুবুসি অল্ খাবাইসি। (বোখারী ২য় খণ্ড ৯৩৬ পৃষ্ঠা) —পায়খানা হইতে বাহির হইয়া হুজুর বলিতেন غُفْرَانَکَ 'গুফ্রানাকা'। (তিরমিজী ১ম খণ্ড)

শবে কদরের দুয়া

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বর্ণনা করিয়াছেন—আমি বলিলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি শবে কদর জানিতে পারি, তাহা হইলে কোন্ দুয়া পাঠ করিব ? তখন হুজুর নিম্নের দুয়া শিখাইয়া দিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আঁফুউন তুহিব্বুল আঁফ্ওয়া ফা'ফু আন্নী। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৯০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রচণ্ড ঝড়ের সময় পড়িবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রচণ্ড ঝড়ের সময় এই দুয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَخَیْرِمَا فِیْهَا وَخَیْرِ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِیْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা মিন খয়রিহা অখয়রিমা ফীহা অখয়রিমা উর্সিলাত্ বিহী অ আউজু বিকা মিন্ শারি'হা অশারি'মা ফীহা অশারি'মা উরসিলাত বিহী। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮২ পৃষ্ঠা)

সমস্ত বিপদ হইতে নাজাতের জন্য পাঠ করিবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় তিনবার এই দুয়া পাঠ করিবে পৃথিবীতে কোন জিনিষ তাহার ক্ষতি করিবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْئٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা হিল্লাজী লা ইয়াদুর্‌রু মায়াস্‌ মিহী শাইয়ুন ফিল্‌ আরদি অলা ফিস্‌ সামায়ী অহুয়াস্‌ সামীউল আলীমু। (তিরামিজী ২য় খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা)

কাফেরদের প্রতি দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কাফের সৈন্যদের বিরুদ্ধে এই প্রকার দুয়া করিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ

اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মুন্‌জিলাল্‌ কিতাবি সারীয়াল্‌ হিসাবি আহ্‌জিমিল্‌ আল্‌জাবা আহ্‌জিম হুম্‌ অজাল্‌ জিল্‌হুম। (বোখারী ২য় খণ্ড ৭৪৬ পৃষ্ঠা)

নতুন কাপড় পরিবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهُ

وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল্‌ হামদু আন্‌তা কাসাউতানিহি আস্‌ য়ালুকা খয়রাহু অখয়রা মাসুনিয়া লাহু অ আইজু বিকা মিন শারি'হী অ শারি'মা সুনিয়া লাহু।

২—

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় দুয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَ اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাজী কাসানী মা উওয়ারী বিহী আওরাতী অ আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী।

তৃতীয় দুয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ -

উচ্চারণ ঃ আল্ হাম্দু লিল্লাহিল্লাজী কাসানী হাজা অ রাজাক্তানীহি মিন গায়রি হাওলিম্ মিন্নী অলা কুওয়াতিন্।
—হাদীস পাকে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি এই দুয়া পাঠ করিয়া নতুন কাপড় পরিবে তাহার অগ্র পশ্চাতের গোনাহ ক্ষমা হইয়া যাইবে।
(হাসনে হাসীন ১৫৭ পৃষ্ঠা)

সহবাস করিবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—যদি কোন মুসলমান নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার পূর্বে এই দুয়া পাঠ করে, তাহা হইলে এই সহবাসে যে সন্তান হইবে তাহাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করিতে পারিবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌ নাশ্‌ শায়তানা অ জান্নিবিশ্‌ শায়তানা মারাজাক্‌তানা। (বোখারী ২য় খণ্ড ৯৪৫ পৃষ্ঠা)

বিপদের সময়ে পড়িবার দুয়া

হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদী আল্লাহু বণ'না করিয়াছেন—যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্মুখে কোন বিপদ আসিতো, তখন তিনি এই দুয়া পাঠ করিতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল্‌ হাকীমু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল্‌ আর্‌শিল্‌ আজীম। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস্‌ সামা ওয়াতি অল্‌ আর্‌দি অ রব্বুল্‌ আর্‌শিল্‌ কারীম। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়নাতে আকৃতি দেখিলে পড়িবে

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ وَحَرِّمْ

وَجْهِىْ عَلَى النَّارِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কামা হাস্‌সান্‌তা খালকী ফাআহ্‌সিন খুলুকী অ হাররিম্‌ অজ্‌হী আলান্নারি। (হাসনি হাসীন ২১৭ পৃষ্ঠা)

খাইবার পর পড়িবার দুয়া

হজরত আবু উমামা রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন— যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্মুখ হইতে দস্তরখান উঠানো হইতো, তখন তিনি এই দুয়া পাঠ করিতেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ

وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا -

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়েবাম্‌ মুবারাকান্‌ ফীহি গয়রা মুয়াদ্দাইঁউ অলা মুস্তাগ্‌নান্‌ ইন্‌দা রব্বিনা। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদের ফজীলাত

হজরত আম্মার রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন—আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তাআলা তাহার একজন ফেরেশ্তাকে সমস্ত সৃষ্টির শ্রবণ শক্তি দান করিয়াছেন। তিনি আমার কবরে দণ্ডায়মান থাকিবেন। যখন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে, তখন তিনি উক্ত দরূদ আমাকে পেঁাছাইয়া দিবেন। (খাসায়েসে কোবরা ২য় খণ্ড ২৮০ পৃষ্ঠা)

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি জুমার দিনে ও জুমার রাতে আমার প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার একশত হাজাত পূর্ণ করিবেন। ৭০টি আখিরাতে এবং ৩০টি পৃথিবীতে এবং আল্লাহ পাক উহা হইতে একজন ফেরেশ্তাকে অকীল করতঃ আমার কবরে প্রবেশ করাইয়া দিবেন, যেমন তোমাদের নিকটে উপঢৌকন উপস্থিত হইয়া থাকে। অবশ্য আমার ইন্তেকালের পর আমার ইল্ম বহাল থাকিবে. যেমন পৃথিবীতে আমার ইল্ম রহিয়াছে। (খাসায়েসে কোবরা ২য় খণ্ড ২৮০ পৃষ্ঠা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—আমার নিকট জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও ইজ্রাঈল আলাইহিমুস্ সালাম আসিলেন। জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, আমি তাহার হাত ধরিয়া বিদ্যুতের ন্যায় পুলসিরাত পার করিব। মিকাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন—আপনার হাওযে কাওসার হইতে আমি তাহাকে পানি পান করাইব। ইসরাফীল

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহিস্ সালাম বলিলেন—আমি আল্লাহ পাকের জন্য সিজদা করিব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা না করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মস্তক উঠাইব না। ইজ্রাঈল আলাইহিস্ সালাম বলিলেন—আমি তাহার রূহ কবজ করিব, যেমন আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামগণের রূহ্ কবজ করিয়া থাকি। (দুররাতুন্ নাসিহীন পৃষ্ঠা ১৬৫)

হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—আমার নিকট জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আসিয়া বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, তাহার প্রতি সত্তর হাজার ফেরেশ্তা দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন। যে ব্যক্তির প্রতি ফেরেশতাগণ দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকেন সে ব্যক্তি জান্নাতী হইবে। (দুররাতুন্ নাসিহীন ১১ পৃষ্ঠা)

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, যাহারা আপনার দরবার হইতে অনুপস্থিত থাকিয়া (পৃথিবীর কোন এক প্রান্ত হইতে) আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকে এবং যাহারা আপনার ইন্তেকালের পর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহাদের অবস্থা কি হইবে ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিলেন— আমি প্রেমিকের দরূদ নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়া থাকি ও তাহাদের চিনিতে পারি এবং অন্যদের দরূদ আমার নিকটপেশ করা হইয়া থাকে। (দালায়েলুল খয়রাত মুতার্জাম ৩২ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদে তাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ

وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ۝ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ

وَالْقَحْطِ وَالْمَخُوْفِ وَالْجُوْعِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ ۝ اِسْمُهٗ

مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ۝ سَيِّدُ

الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ۝ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ فِى

الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ۝ شَمْسِ الضُّحٰى ۝ بَدْرُ الدُّجٰى ۝

صَدْرِ الْعُلٰى ۝ نُوْرِ الْهُدٰى ۝ كَهْفِ الْوَرٰى ۝ مِصْبَاحِ

الظُّلَمِ ۝ جَمِيْلِ الشِّيَمِ ۝ شَفِيْعِ الْاُمَمِ ۝ صَاحِبِ الْجُوْدِ

وَالْكَرَمِ ۝ وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ ۝ وَجِبْرَئِيْلُ خَادِمُهٗ ۝ وَالْبُرَاقُ

مَرْكَبُهٗ ۝ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ ۝ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ ۝

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ o وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ o سَيِّدِ

الْمُرْسَلِيْنَ o خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ o شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ o

اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ o رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ o رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ o

مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ o شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ o سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ o

مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ o مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسَاكِيْنَ o سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ o نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ o

اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ o وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ o صَاحِبِ

قَابَ قَوْسَيْنِ o مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ o

جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ o مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ o اَبِى

الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ o نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ o يَا اَيُّهَا

الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا o

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা হিররাহমা নিররাহীম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, সাইয়েদিনা অ মাওলানা মুহাম্মাদিন্ সাহিবিত্ তাজি অল্ মি'রাজি অল্ বুরাক্বি অল্ আলাম্। দাফিইল্ বালাই অল্ অবাই অল্ ক্বহাতি অল্ মিখ ওয়াফ্রি অল্ জুই অল্ মারাদী আল্ আলাম্। ইস্‌মুহু মাক্‌তুবুম্ মারফুউম্ মানক্বশুন্ ফিল্ লাউহি অল্ ক্বলাম্। সাইয়েদিল্ আরাবি অল্ আজাম্। জিস্‌মুহু মুকাদ্দাসুম্ মুয়াত্তারুম্ মুতাহ্ হারুন্ ফিল বাইতি অল্ হারাম। শামসিদ্ দুহা। বাদরিদ্ দুজা। সাদরিল্ উলা। নূরিল্ হুদা। কাহ্‌ফিল অরা। মিস্‌বাহিজ্ জুলাম্। জামীলিশ্ শিয়াম। শাফীইল্ উমাম। সাহিবিল জুদি অল্ কারাম। অল্লাহু আসিমুহু। অ জিব্রাঈলু খাদিমুহু। অল্ বুরাক্বু মারকাবুহু। অল্ মি'রাজু সাফারুহু। অ সিদ্‌রাতুল্ মুন্তাহা মাক্বসুদু। সাইয়েদিল মুরসালীন। খাতিমিন্ নাবীঈন্। শাফীইল্ মুজনিবীন্। আনীসিল গরীবীন। রাহমাতিল্লিল আলামীন। রাহাতিল আশিক্বীন। মুরাদিল্ মুশ্‌তাক্বীন। শামসিল্ আরিফীন। সিরাজিস্ সালিকীন। মিসবাহিল্ মুক্বাররাবীন। মুহিব্বিল্ ফুক্বারায়ী অল্ ইয়াতামা অল্ মাসাকীন্। সাইয়েদিস্ সাক্বালাইন্। নাবীইল্ হারামাইন্। ইমামিল কিবলা তাইন্। অসীলাতানা ফিদ্ দারাইন্। সাহিবি ক্বাবা ক্বাওসাইন। মাহবুবি রব্বিল মাশ্‌রি কাইনি অল্ মাগ্‌রিবাইন্। জাদ্দিল্ হাসানি অল্ হুসাইন। মাওলানা অ মাওলাস্ সাক্বালাইন্। আবিল্ কাসিমি মুহাম্মাদ্ বিন্ আব্দিল্লাহ। নূরিম্ মিন্ নূরিল্লাহ। আইউহাল্ মুশ্‌তাক্বুনা বিনূরি জামালিহী সাল্লু আলাইহি অ আলিহী অ আস্‌হাবিহী অ সাল্লিমু তাস্‌লীমা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদে তাজের ফজীলাত

আরবী মাসের প্রথম দিকে জুমার রাতে ঈশার নামাজের পর অজু অবস্থায় পাক কাপড় পরিধান করতঃ খোশবু লাগাইয়া (১৭০) একশত সত্তরবার এই দরূদ শরীফটি পাঠ করিয়া শুইয়া যাইবে। ধারাবাহিক এগার রাত এই প্রকার করিলে ইনশাল্লাহ, হুজুর রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত দর্শন লাভ হইয়া যাইবে। যাদু, জিন, পরী, ভুত, পেত্ ও শয়তান ইত্যাদি দূরিভুত করিবার জন্য এগারবার পাঠ করিলে ইনশাল্লাহ, উপকার হইবে। অন্তর পরিষ্কার রাখিবার জন্য প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজের পর সাত বার, আসর ও ঈশার নামাজের পর পাঠ করিতে হইবে। হিংসুক, অত্যাচারী, দুশমন এর দুশমনি হইতে নিরাপদের জন্য এবং দুঃখ ও অভাব দূর করিবার জন্য ধারাবাহিক চল্লিশ দিন রাতে ঈশার নামাজের পর একচল্লিশ বার পাঠ করিবে। বন্ধা মহিলার জন্য একুশটি খোরমার উপরে সাত বার করিয়া পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া একটি করিয়া একুশ দিন খাইবে এবং মাসিক শেষ হইবার পর পবিত্র অবস্থায় সঙ্গম করিবে। ইনশাল্লাহ, নেক সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। (আ'মালে রেজা, ১ম খন্ড ১৬/১৭ পৃষ্ঠা)

দরূদে গাওসীয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ
وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদ্বীনা ও মাওলানা মুহাম্মাদিম্ মা'দিনিল্ জুদি অল্ কারামি অ আলিহী অ আসহা বিহী অ বারাকা অ সাল্লাম।

দরূদে ওয়াইসিয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا عِنْدَكَ

مِنَ الْعَدَدِ فِىْ كُلِّ لَحْظَةٍ وَّلَمْحَةٍ مِّنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَدِ

وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা অ মাওলানা মুহাম্মাদিম্ বি আদাদি মা ইন্দাকা মিনাল্ আদাদি ফি কুল্লি লাহজাতিঁউ অ লাহ্মাতিম্ মিনাল্ আজালি ইলাল্ আবাদি অ আলিহী অ সাল্লিম্।

দরূদে রেজবীয়া

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ সাল্লাল্লাহু আলান্নাবি ইল্ উম্মিয়ে অ আলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা সলাতাঁউ অ সালামান্ আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদে হিফজে ঈমান

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়ে দিনা, মুহাম্মাদিন্ কুল্লামা জাকারাহুজ জাকেরুনা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন্ কুল্লামা গফালা আন্ জিকরিহীল্ গাফিলুনা।

দরূদে মাহী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَاَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِيْعِ الْاُمَّةِ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالنَّشْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَعْلُوْمٍ لَّكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ وَصَلَّ اللهُ

تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন খয়রিল্ খলাইকি অ আফজালিল্ বাশারি অ শাফীইল্ উম্মাতি ইয়াউমিল হাশরি অন্নাশ্রি সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আলি সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন বি আদাদি মা'লুমিল্লাকা অ বারিক্ অ সাল্লিম্ অ সাল্লি আলা জামীইল্ আম্বিয়ায়ী অল্ মুরসালীনা অ আলা কুল্লি মালাইকাতিল্ মুকার্রিবীনা অ আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীনা অ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খয়রি খলক্বিহী সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিঁউ অ আলিহী অ আসহাবিহী আজমাঈনা বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্হামার রাহিমীনা।

জনৈক বুজর্গ সমুদ্র তীরে অজু করিতেছিলেন। একটি মাছ আসিয়া উপরের দরূদ শরীফটি পড়িল। ইহা কোথা হইতে শিখিয়াছে বুজর্গ জিজ্ঞাসা করিলে মাছটি বলিল—আমি জনৈক ফিরিশ্তাকে উহা পাঠ করিতে শুনিয়া মুখস্থ করিয়া লইয়াছি এবং সেই দিন হইতে সমস্ত বিপদ থেকে নিরাপদ রহিয়াছি। (আ'মলে রেজা ২ খন্ড ১৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাঁচ ওয়াক্তের তাসবীহ

ফজরে— يَا عَزِيْزُ يَا اللّٰهُ ইয়া আজীজু, ইয়া আল্লাহু।

জোহরে— يَا كَرِيْمُ يَا اللّٰهُ ইয়া কারীমু, ইয়া আল্লাহু।

আসরে— يَا جَبَّارُ يَا اللّٰهُ ইয়া জাব্বারু, ইয়া আল্লাহু।

মাগরিবে— يَا سَتَّارُ يَا اللّٰهُ ইয়া সাত্তারু ইয়া আল্লাহু।

ঈশাতে— يَا غَفَّارُ يَا اللّٰهُ ইয়া গাফ্‌ফারু, ইয়া আল্লাহু।

প্রত্যেকটি একশত বার করিয়া পাঠ করিতে হইবে এবং উহার পূর্বে ও পরে তিনবার করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করিতে হইবে। উপরের তাসবীহ্‌গুলি ক্বাদেরীয়া তরীক্বাহ অনুযায়ী প্রদান করা হইল। ইহাতে ইহোকাল ও পরকালে বহু উপকারিতা রহিয়াছে।
(সংগৃহীত শাজারায় তাইয়েবাহ পৃষ্ঠা ২২)

মোরগের আওয়াজ শুনিলে পাঠ করিবার দুয়া

হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন— যখন তোমরা মোরগের আওয়াজ শুনিবে, তখন আল্লাহ তাআলার নিকটে উহার ফজীলাত চাহিবে। কারণ, মোরগ ফেরেশ্‌তাকে দেখিয়া, বলিয়া থাকে—অর্থাৎ নিম্নের দুয়া পাঠ করিয়া থাকে—

اَسْئَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ : আস্‌য়ালুল্লাহা মিন ফাদলিহিল্‌ আজীম।
(মুসলিম ২ খন্ড ৩৫১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

জান্নাত ওয়াজিব হইবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে এই দুয়াটি পাঠ করিয়া থাকে তাহার জন্য জান্নাত অয়াজিব হইয়া গিয়াছে।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَسُوْلًا -

উচ্চারণ ঃ রাদীতু বিল্লাহি রব্বাঁউ অবিল্ ইসলামি দ্বীনাঁউ অবি মুহাম্মাদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) রাসুলা। (আবু দাউদ ১ খন্ড ২১৪ পৃষ্ঠা)

সাইয়েদুল ইস্তেগ্‌ফার

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সহিত দিবসে এই দুয়াটি পাঠ করিবে সে ব্যক্তি যদি ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ইন্তেকাল করে ; তাহা হইলে জান্নাতী হইবে এবং যদি রাতে পাঠ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সকালের পূর্বে ইন্তেকাল করিলে জান্নাতী হইবে। এই দুয়াটির নাম—'সাইয়েদুল ইস্তেগ্‌ফার'।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَکَ بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ وَاَبُوْءُ لَکَ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খলাক্বতানী অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহ্দিকা অ অ'দিকা মাস্তাতা'তু আউজুবিকা মিন শার্রিমা সানা'তু আবু'উ লাকা বিনি'-মাতিকা আলাইয়া অ আবু'উ লাকা বিজাম্বি ফাগ্ফির্ লি ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্ফিরুজ্ জুনুবা ইল্লা আন্তা (বোখারী ২ খন্ড ৯৩৩ পৃষ্ঠা)

ইসমে আ'জম

'ইস্মে আ'জম' সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। এখানে হজরত আল্লামা নাক্বী আলী খান রাহমা তুল্লাহি আলাইহি এবং তাঁহার সাহেবজাদা ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতের কলমে 'ইসমে আ'জম' লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ "লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুব্হা নাকা ইন্নী কুন্তু মিনাজ্ জলিমীনা"। হাদীস শরীফে এই আয়াতে কারীমাকে 'ইসমে আ'জম' বলা হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া দুয়া করিলে তাহা কবুল হইবে।

হজরত সা'দ বিন আবী অক্কাস রাদী আল্লাহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি কি তোমাকে 'ইসমে আ'জম' বলিয়া দিব না? যখন উহা পাঠ করিবে, দুয়া কবুল হইবে এবং যাহা চাহিবে তাহা পাইবে। দুয়াটি ইহাই—

(১) لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

"লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুব্‌হানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্‌ জালিমীনা।" (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, তিরমিজী, নাসায়ী, বায়হাকুী)

(২) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা বিইন্নী আশ্‌হাদু আন্নাকা আন্‌তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তাল্‌ আহাদুস্‌ সামাদুল্লাজী লাম ইয়ালিদ অলাম্‌ ইউলাদ অলাম্‌ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্‌ আহাদুন্‌।"

জনৈক ব্যক্তিকে এই দুয়াটি পাঠ করিতে শুনিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, তুমি 'ইসমে আ'জম' লইয়া আল্লাহ তাআলার নিকটে দুয়া করিয়াছো। উহা পাঠ করিয়া চাহিলে আল্লাহ প্রদান করিয়া থাকেন এবং দুয়া করিলে কবুল হইয়া থাকে। (আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনো মাজা, হাকিম)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩) اِلٰـهُكُم اِلٰـهٌ وَاحِدٌ لَا اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْم -

"ইলাহুকুম্ ইলাহুঁ অহিদুন্ লা-ইলাহা ইল্লা হুয়ার্ রাহ্-মানুর্ রাহীমু" এবং

الٓمّٓ اللّٰهُ لَا اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْم -

"আলিফ্ লাম্ মীম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইউল্ কয়াইউম"।

একটি হাদীসে এই দুইটি আয়াতকে 'ইসমে আ'জম' বলা হইয়াছে। (ইবনো আবী শায়বা, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনো মাজা)

(৪) يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام -

"ইয়া বাদীয়াস্ সামাওয়াতি অল্ আর্দি ইয়া জাল্ জালালি অল্ ইকরামি"।

অনেক আলেম ইহাকে 'ইসমে আ'জম' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমাহ বলিয়াছেন যে, হজরত সারী বিন ইয়াহিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—জনৈক ওলী আল্লাহর নিকট দুয়া করিতেন যে, আমাকে 'ইসমে আ'জম' দেখাইয়া দিন, তখন আকাশে একটি তারকা দেখিতে পাইয়াছিলেন। উক্ত তারকার উপর উল্লেখিত দুয়াটি লেখা ছিল।

(৫) يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْم -

"ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রাহীমু"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনেক উলামায়ে কিরাম ইহাকে 'ইসমে আ'জম' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

(৬) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ -

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা বিয়ান্না লাকাল্ হাম্দু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা অহ্দাকা লা-শারীকা লাকা ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া বাদীয়াস্ সামাওয়াতি অল্ আর্দি ইয়া জাল্ জালালি অল্ ইক্রামি ইয়া হাইউ ইয়া কয়াইয়ুমু"।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজরত জায়েদ বিন সাবিত রাদী আল্লাহু আনহুকে উপরের দুয়াটি পাঠ করিতে শুনিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা আল্লাহ তায়ালার 'ইসমে আ'জম'। উহা দ্বারা দুয়া করিলে কবুল হইবে এবং যাহা চাহিবে তাহা পাইবে। (ইবনো আবী শাইবা, ইবনো হিব্বান)

(৭) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَدْعُوْكَ اللّٰهَ وَاَدْعُوْكَ الرَّحْمٰنَ وَاَدْعُوْكَ الْبَرَّ الرَّحِيْمَ وَاَدْعُوْكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَنْ تَغْفِرَلِىْ وَتَرْحَمَنِىْ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আদ্‌উকাল্লাহা অ আদ্‌উ কার্‌হিমানা অ আদ্‌উ কাল্‌ বার্‌র রাহীমা অ আদ্‌উ বিয়াস্‌ মাইকাল হুস্‌না কুল্লিহা মা আলিম্‌তু মিন্‌হা অমা-লাম আ'লাম্‌ আন তাগফিরলী অ তার্‌ হাম্‌নী"।

উম্মুল মুমেনীন হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা এই দুয়াটি পড়িয়াছিলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছিলেন—ইহাতে 'ইসমে আ'জম' রহিয়াছে। (ইবনো মাজা)

(৮) হজরত আবু দার্‌দা ও ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন—رَبِّ رَبِّ "রব্বি রব্বি" ইসমে আ'জম। (হাকিম)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যখন বান্দা يَا رَبِّ يَا رَبِّ "ইয়া রব্বি ইয়া রব্বি" বলিয়া থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা বলিয়া থাকেন—لَبَّيْكَ 'লাব্বাইকা' অর্থাৎ হে আমার বান্দা তুমি চাও, আমি প্রদান করিব। (ইবনো আবিদ্‌ দুনিয়া)

(৯) اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

"আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া রব্বুল আর্শিল আজীম"।

হজরত ইমাম জয়নুল আবিদ্বীন রাদী আল্লাহু আনহু স্বপ্নোযোগে দেখিয়াছেন—ইহা ইসমে আ'জম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১০) اَلْحَیُّ الْقَیُّوْم "আল্ হাইউল কাইউম্"। হজরত আবু উমামা বাহিলী রাদী আল্লাহু আনহুর শিষ্য কাসেম বিন আব্দুর রহমান শামী ইহাকে 'ইসমে আ'জম' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

(১১) ইমাম কাজী ইয়াজ উলামায়ে কিরামগণের নিকট হইতে নকল করিয়াছেন যে, 'কালেমা তাওহীদ' হইল ইসমে আ'জম।

(১২) ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী ও অনেক সুফীগণ هُوَ 'হুয়া' শব্দকে 'ইস্মে আ'জম' বলিয়াছেন।

(১৩ অধিকাংশ উলামা اَللّٰه 'আল্লাহু' কে 'ইসমে আ'জম' বলিয়াছেন। হজরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন—শর্ত হইল যে, যখন 'আল্লাহ' বলিবে তখন তোমার অন্তরে 'আল্লাহ' ছাড়া কিছুই থাকিবে না।

(১৪) অনেক উলামা 'বিসমিল্লাহ শরীফ' কে ইসমে আজম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

(১৫) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবারু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্কু অলাহুল্ হাম্দু অহুয়া আলা কুল্লি শাইইন্ কাদীরু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি এই পাঁচ কালেমার সহিত আল্লাহকে ডাকিবে এবং আল্লার নিকট যাহা কিছু চাহিবে তাহা প্রদান করিবেন।

(১৬) يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ يَا كَاشِفَ
السُّوْءِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا مُجِيْبَ الدَّعْوَاةِ الْمُضْطَرِّيْنَ
يَا اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ بِكَ اُنْزِلُ حَاجَتِىْ وَاَنْتَ اَعْلَمُ
بِهَا فَاقْضِهَا ۔

"ইয়া বাদীয়াস্ সামা ওয়াতি অল্ আর্দি-ইয়া জাল্ জালালি অল্ ইকরামি-ইয়া সারিখাল্ মুসতাস্ রিখিনা-ইয়া গিয়াসাল্ মুস্তাগিসীনা-ইয়া কাশিফাস্ সুই-ইয়া আর্ হামার রাহিমীনা-ইয়া মুজীবাদ্ দাও ওয়াতিল্ মুদ্তার্ রীনা-ইয়া ইলাহাল্ আলামীনা বিকা উনজিলা হাজাতি অ আনতা আ'লামু বিহা ফাকদিহা"।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার নিকটে হজরত জিব্রাইল কিছু দুয়া আনিয়া বলিলেন—হুজুর যখন আপনার কিছু প্রয়োজন হইবে, তখন এইগুলি পড়িয়া দুয়া করিবেন। (এ পর্যন্ত শামে শাবিস্তানে রেজা ৫০ পৃষ্ঠা হইতে ৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নকল করা হইল।)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইস্‌মে আ'জমের সমষ্টি

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاَنَّ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ یَا

حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْاِکْرَامِ یَا خَیْرَ الْوَارِثِیْنَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ یَا سَمِیْعَ

الدُّعَاءِ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا عَالِمُ یَا سَمِیْعُ یَا عَلِیْمُ یَا

حَلِیْمُ یَا مَالِکَ الْمُلْکِ یَا مَالِکُ یَا سَلَامُ یَا حَقُّ یَا قَدِیْمُ

یَا قَائِمُ یَا غَنِیُّ یَا مُحِیْطُ یَا حَکِیْمُ یَا عَلِیُّ یَا قَاهِرُ یَا

رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا سَرِیْعُ یَا کَرِیْمُ یَا مُخْفِیْ یَا مُعْطِیْ

یَا مَانِعُ یَا مُحْیِیْ یَا مُقْسِطُ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا اَحَدُ یَا حَمَدُ

یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا وَهَّابُ یَا غَفَّارُ یَا قَرِیْبُ

یَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

اَنْتَ حَسْبِیْ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ ع

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَاسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى الْاَعْظَمُ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهٖ اَجَابَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা বিয়ান্নাল হাম্দা লা ইলাহা ইল্লা আনতা ইয়া হান্নানু-ইয়া মান্নানু-ইয়া বাদীয়াস্ সামা ওয়াতি অল্ আর্দি-ইয়া জাল্ জালালি অল্ ইকরামি-ইয়া খয়রাল্ ওয়ারিসীনা-ইয়া আর্হামার রাহিমীনা-ইয়া সামীয়াদ্ দুয়াই-ইয়া আল্লাহু-ইয়া আল্লাহু-ইয়া আলিমু-ইয়া সামীউ-ইয়া আলীমু-ইয়া হালীমু-ইয়া মালিকাল মুল্কি-ইয়া মালিকু-ইয়া সালামু-ইয়া হাক্কু-ইয়া কাদীমু-ইয়া কাইমু-ইয়া গনীউ-ইয়া মুহীতু-ইয়া হাকীমু-ইয়া আলীউ-ইয়াকবাহিরু-ইয়া রহমানু-ইয়া রাহীমু ইয়া সারীউ-ইয়া কারীমু-ইয়া মুখ্ফী-ইয়া মু'তী-ইয়া মানিউ-ইয়া মুহ্ই-ইয়া মুকাসিতু-ইয়া হাইয়ু-ইয়াকাইয়ুমু ইয়া আহাদু-ইয়া হামাদু-ইয়া রব্বি-ইয়া রব্বি-ইয়া রব্বি-ইয়া রব্বি-ইয়া ওহ্হাবু ইয়া গাফ্ফারু-ইয়া কবারীবু-ইয়া লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনাজ্ জলিমীনা-আন্তা হাসবী অ নি'মাল্ অকীলু। অ ইস্মুল্লাহি তাআলাল আ'জামুল্লাজী ইজা সুইলা বিহী আ'তা অইজা দুইয়া বিহী আজাবা—আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়া লুকা বিয়ান্নী আশ্হাদু আন্নাকা আন্তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল্ আহাদুস্ সামাদুল্লাজী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ্ অলাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদু।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখিয়া পড়িবে

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখিয়া এই দুয়াটি পাঠ করিবে—সে সারা জীবন উক্ত বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ـ

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লা হিল্লাজী আঁফানী মিম্মাব্‌তালাকা বিহী অ ফাদ্দালানী আলা কাসীরিম্‌ মিম্মান খলাকু তাফদীলা। (তিরমিজী ২ খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা)

ব্যধি হইতে আরোগ্যলাভের দুয়া

আব্দুল আজীজ বিন সুহাইব ও সাবিত বান্নানী রাদী আল্লাহু আনহুমা হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত হইবার পর হজরত সাবিত বান্নানী বলিলেন—হে আনাস, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি ; হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিলেন—আমি কি সেই দুয়া দ্বারা তোমার রোগের ঝাড় ফুঁক করিব না, যে দুয়া দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রুগীদের আরোগ্য লাভের জন্য ফুঁক দিতেন ? সাবিত বান্নানী বলিলেন—কেন দিবেন না ! তখন হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু এই দুয়াটি পড়িয়াছিলেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِیْ
لَا شَافِیَ اِلَّا اَنْتَ شِفَاءً لَا یُغَادِرُ سُقْمًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রব্বান্ নাসি মুজহি বাল্ বাসি ইশ্‌ফি আনতাশ্ শাফী লা শাফিয়া ইল্লা আন্‌তা শিফা আল্লা ইউগাদিরু সুকমান্। (বোখারী ২ খণ্ড ৮৫৫ পৃষ্ঠা)

মসজিদে যাইবার সময়ে পড়িবে

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন— যে ব্যক্তি বাড়ী হইতে নামাজের জন্য বাহির হইবে এবং এই দুয়াটি পাঠ করিবে তাহার জন্য আল্লাহ পাক সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নির্ধারিত করিয়া দিবেন। ঐ ফেরেশ্‌তাগণ তাহার জন্য ক্ষমা চাহিতে থাকিবেন এবং সে যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজ হইতে বিরত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাহার দিকে মুতাওজ্জহ থাকিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْکَ وَبِحَقِّ
مَمْشَایَ هٰذَا اِلَیْکَ فَاِنِّیْ لَمْ اَخْرُجْ بَطَرًا وَّاَشَرًا وَلَا رِیَاءً
وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِکَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِکَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَسْئَلُکَ اَنْ تُنْقِذَنِیْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা বি হাক্কিস্‌ সাঈলিনা আলাইকা অবি হাক্কি মাম্‌সা ইয়া হাজা ইলাইকা ফা ইন্নী লাম আখ্‌রুজ্‌ বাতারাঁউ অলা আশারান্‌ অলা রিয়া আন্‌ অলা সম্‌য়া তান্‌ খারাজ্‌ তুত্‌ তিকায়া সাখতিকা অব্‌তিগায়া মারদাতিকা আস্‌য়ালুকা আন্‌তুন্‌ কিজানী মিনান্নারি অ আন্‌ তাগ্‌ফিরালী জুনুবী ইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ ফিরুজ্‌জুনুবা ইল্লা আন্‌তা। (শারহে সাফ্‌রুস্‌ সায়াদাত ৩৯৪ পৃঃ)

মসজিদে প্রবেশ করিবার দুয়া

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌সলাতু অস্‌ সালামু আলা রাসুলিল্লাহি- আল্লাহুম্মাফ্‌ তাহ্‌লী আব্‌ওবা রাহমাতিকা। (শারহে সাফরুস সায়াদাত ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসজিদ হইতে বাহির হইবার দুয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা মিন্ ফাদলিকা।
(শারহে সাফরুস্ সায়াদাত ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

ফজরের নামাজে যাইবার দুয়া

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন— আমি এক রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বাড়ীতে ছিলাম। আমি শুনিয়াছি, হুজুর যখন ফজরের নামাজের জন্য বাহির হইতেন, তখন এই দুয়াটি রাস্তায় পড়িতে পড়িতে যাইতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِیْ لِسَانِیْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِیْ بَصَرِیْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ خَلْفِیْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ اَمَامِیْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِیْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ تَحْتِیْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ نُوْرًا ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্ফী ক্বলবী নূরাঁউ অজ্য়াল্ ফী লিসানী নূরাঁউ অজ্য়াল্ ফী সাম্য়ী নূরাঁউ অজ্য়াল্ ফী বাসারী নূরাঁউ অজ্য়াল মিন্ খাল্ফী নূরাঁউ অজ্য়াল্ মিন্ আমামী নূরাঁউ অজ্য়াল্ মিন্ ফাওক্বী নূরাঁউ অজ্য়াল্ তাহতী নূরান। আল্লাহুম্মা আ'তিনী নূরান। (শারহে সাফরুস্ সায়াদাত ৩৯৪ পৃঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নতুন চাঁদ দেখিয়া পড়িবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখিতেন, তখন এই দুয়া পাঠ করিতেন।

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَ الْاِيْمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْاِسْلَامِ

رَبِّىْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল ইউম্‌নি অল্‌ ঈমানি অস্‌ সালামাতি অল্‌ ইসলামি রব্বী অ রব্বুকাল্লাহু। (তিরমিজী ২ খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা)

মেঘ গর্জনের সময় পড়িবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মেঘ গর্জন ও বিদ্যুত চমকাইবার সময় বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا

قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা তাক্‌তুল্‌না বি গাদাবিকা অলা তুহ্‌লিক্‌না বিয়াজাবিকা অ আফিনা ক্বাবলা জালিকা। (তিরমিজী ২য় খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসুস্থ ব্যক্তির পড়িবার দুয়া

হজরত আবু দারদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যখন তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইবে, তখন সে এই দুয়া পাঠ করিবে, আল্লাহর হুকুমে সুস্থ হইয়া যাইবে।

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِیْ فِی السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُکَ اَمْرُکَ فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ کَمَا رَحْمَتُکَ فِی السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَکَ فِی الْاَرْضِ وَاغْفِرْ حُوْبَنَا اَنْتَ رَبُّ الطَّیِّبِیْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِکَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَاءِکَ عَلٰی هٰذَا الْوَجَعِ -

উচ্চারণ ঃ রব্বুনাল্লা হুল্লাজী ফিস্ সামায়ী তাক্বাদ্দাসাস্ মুকা আম্রুকা ফিস্ সামায়ী অল্ আরদি কামা রাহমাতুকা ফিস্ সামায়ী ফাজয়াল্ রহমাতাকা ফিল্ আর্দি অগ্ফির হুবানা আনতা রব্বুত্ তাইয়েবীনা আন্জিল্ রহমাতাম্ মির্ রাহমাতিকা অ শিফা আম্ মিন শিফাইকা আলা হাজাল্ অজয়ি। (শরহে সাফ্রুস্ সায়াদাত ৪৮০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসুস্থ ব্যক্তির নিকটে পড়িবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইতেন, তখন বলিতেন—

لَا بَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -

উচ্চারণ ঃ—লা বাসা তাহুরুন ইন্‌শা আল্লাহু। (মিশকাত ১৩৪ পৃষ্ঠা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানের নিকটে এই কালেমাগুলি সাতবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তাহাকে আরোগ্য করিয়া দিবেন, কিন্তু মৃত্যুকে সরাইতে পারিবে না।

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ -

উচ্চারণ ঃ আস্‌য়ালুল্লাহাল্‌ আজীমা রব্বাল্‌ আরশিল্‌ আজীমি আঁই ইয়াশ্‌ ফিয়াকা। (মিশকাত ১৩৫ পৃষ্ঠা)

দুয়ার সমষ্টি

হজরত আবু উমামা রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বহু দুয়া চাহিয়াছেন, ঐ দুয়াগুলির কিছু আমাদের স্মরণ নাই। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে আবেদন করিলাম যে, আপনি অনেক দুয়া করিয়াছেন কিন্তু উহা আমাদের স্মরণ নাই ; তখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি বলিলেন—আমি কি তোমাদের এমন দুয়া শিক্ষা দিব না যাহা সমস্ত দুয়ার সমষ্টি হইবে? তোমরা এই প্রকার দুয়া করিবে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌য়ালুকা মিন খয়রি মাসায়ালাকা মিন্‌হু নাবীউকা মুহাম্মাদুন্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা অ নাউজু বিকা মিন শার্‌রিমাস্‌ তায়াজা মিনহু নাবীউকা মুহাম্মাদুন্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা অ আন্‌তাল্‌ মুস্তায়ানু অ আলাইকাল্‌ বালাগু অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। (তিরমিজী ২খঃ ১৯০ পৃষ্ঠা)

ইফ্‌তারের দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইফতার করিবার সময় বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা সুম্‌তু অ আলা রিজক্বিকা আফ্‌তারতু। (আবু দাউদ ১ খণ্ড ৩২২ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিদ্রায় ভয় করিলে পড়িবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিদ্রায় ভয় করিবে, তখন এই দুয়া পাঠ করিবে—

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ -

উচ্চারণ ঃ—আউজু বি কালিমা তিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন্ গদাবিহী অ ইক্বাবিহী অ শার্রি ইবাদিহী অমিন্ হামাজা তিশ্ শায়াত্বীনি অ আঁই ইয়াহ্ দুরুনা। (মিশকাত ২১৭ পৃষ্ঠা)

সকাল ও সন্ধ্যার দুয়া

(১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এক শতবার سُبْحَانَ اللّٰهِ 'সুবহানাল্লাহি' বলিল, যেন সে এক শত হজ্ব করিল এবং যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এক শতবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আল্হাম্দু লিল্লাহি' বলিল, যেন সে এক শত জিহাদ করিল এবং যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এক শতবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিল, যেন সে হজরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের বংশ হইতে এক শত গোলাম আযাদ করিয়া দিল এবং যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এক শতবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবার' বলিল, তাহার থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাহার আমল উত্তম নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার মত উহা পাঠ করিবে। (তিরমিজী ২ খণ্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা)

(২) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সন্ধ্যায় এই দুয়াটি পাঠ করিতেন—

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

উচ্চারণ ঃ—আম্‌সাইনা অ আম্‌সাল্‌ মুল্‌কু লিল্লাহি অল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা অলা লাহু লাহুল মুল্‌কু অলাহুল হাম্‌দু অহুয়া আলা কুল্লি শাই্‌ ইন্‌ ক্বদীরুন্‌—আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা মিন খয়রি হাজিহিল্‌ লাইলাতি অখয়রি মাফীহা অ আউজুবিকা মিন্‌ শার্‌হা অ শার্‌ মাফীহা—আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল্‌ কাস্‌লি অল্‌ হারামি অ সুয়িল্‌ কিবারি অ ফিৎনাতিদ্‌ দুনিয়া অ আজাবিল্‌ ক্বব্‌রি। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সকালে এই দুয়া পাঠ করিতেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرِ مَا فِيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

উচ্চারণ ঃ—আস্‌বাহ্‌না অ আস্‌বাহাল্‌ মুল্‌কু লিল্লাহি অল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহুল্‌ মুল্‌কু অলাহুল্‌ হাম্‌দু অহুয়া আলা কুল্লি শাই্‌য়িন্‌ ক্বদীরুন্‌—আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা মিন খয়রি হাজাল্‌ ইয়াউমি অ খয়রি মাফীহি অ আউজু বিকা মিন্‌ শারি'হী অ শারি' মাফীহি—আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিনাল্‌ কাস্‌লি অল্‌ হারামি অ সুইল কিবারি অ সুইদ্‌ দুনিয়া অ আজাবিল্‌ ক্ববরি। (মিশকাত ২০৮ পৃষ্ঠা)

গায়বী সাহায্য পাইবার দুয়া

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছে, যদি কোন মানুষের সওয়ারী হারাইয়া যায় এবং সে এমন স্থানে রহিয়াছে যে, তাহার কোন সাহায্যকারী নাই, এই রকম অবস্থায় তাহাকে এই প্রকারে দুয়া করিতে হইবে—

pdf By Syed Mostafa Sakib

يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ -

উচ্চারণ ঃ—ইয়া ইবাদাল্লাহি আয়ীনুনী, ইয়া ইবাদাল্লাহি আয়ীনুনী, ইয়া ইবাদাল্লাহি আয়ীনুনী। (হাসনে হাসীন ১২৭ পৃঃ)

আয়াতুল কুরসীর ফজীলাত

'আয়াতুল কুরসী' কুরআনী আয়াতের সর্দার। (মস্তাদরাক ২ খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠা)—যে ব্যক্তি শুইবার সময়ে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার বাড়ী এবং পাশ'বর্ত্তী' বাড়ী-গুলিকে নিরাপদ করিয়া রাখিবেন। (মিরকাত ২ খণ্ড ৫৮৩ পৃষ্ঠা) —যে বাড়ীতে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করা হয়, শয়তান ও অন্য কোন ক্ষতিকারক সেই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী' হইতে পারে না। (তিরমিজী ২ খণ্ড ১১১ পৃষ্ঠা)—যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিবে, দ্বিতীয় নামাজ পর্য'ন্ত সে আল্লাহ পাকের হিফাজতে থাকিবে। (কান্জুল উম্মাল ১ খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠা)—যে খাদ্যের উপর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিয়া দম করা হইবে, আল্লাহ তাআলা সেই খাদ্যে বর্কাত দিবেন। (দুর্রে' মান্সূর ১ খণ্ড ৩২৩ পৃষ্ঠা)—যে মাল অথবা যে সন্তানের উপর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিয়া দম করা হইবে অথবা তা'বীজ করিয়া লটকাইয়া দেওয়া হইবে, শয়তান সেই মাল ও সন্তানের নিকটে আসিবে না। (হাসনে হাসীন ১৭৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ - لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ - لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ - مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ - وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا - وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ -

উচ্চারণ ঃ—আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইউল্ কাইউমু। লা তা'খুজুহু সিনাতুঁউ অলা নাউম্। লাহুমা ফিস্ সামা ওয়াতি অমাফিল্ আরদি মান্ জাল্লাজী ইয়াশ্ ফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজ্নিহী। ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম অমা খল্ফাহুম্ অলা ইউহীতুনা বি শাইয়িম মিন্ ইল্মিহী ইল্লা বিমা শায়া - অসিয়া কুরসীউ হুস্ সামা ওয়াতি অল্ আরদা অলা ইয়াউদুহু হিফ্জু হুমা অহুয়াল আলিউল্ আজীমু।

মুনাজাতে ইমাম আহমাদ রেজা

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমা ১২৭২ হিজরী ১০ই শওয়াল, অনুযায়ী ১৮৫৬ সাল ১৪ই জুন শনিবার দিন

pdf By Syed Mostafa Sakib

জোহরের সময় উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে জাসুলী মহল্লাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩৪০ হিজরী ২৫শে সফর অনুযায়ী ১৯২১ সালে ২৮শে অক্টোবর শুক্রবার বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছিল। তিনি যুগের মুজাদ্দিদ ছিলেন এবং চুয়ান্ন বিষয়ের উপর হাজারের অধিক কিতাব লিখিয়াছিলেন। উপমহাদেশে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য কোরআনের অনুবাদ ইমাম আহমাদ রেজার লেখা 'কান্জুল ঈমান'। তিনি কারামত সম্পন্ন ওলীউল্লাহ ছিলেন। হুজুর অত্যন্ত বিনয়ীর সহিত নিম্নরূপ মুনাজাত করিতেন। প্রত্যেক নামাজের পর তাঁহার মুনাজাতটি নকল করা অত্যন্ত বরকতের কারণ।

یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو
جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو

یا الٰہی بھول جاؤں ترے کی تکلیف کو
شادی دیدار حسن مصطفٰے کا ساتھ ہو

یا الٰہی گور تیرہ کی جب آئے سخت رات
ان کے پیامنہ کی صبح جانفزا کا ساتھ ہو

یا الٰہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر
امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو

یا الٰہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے
صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو

یا الٰہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر
سید بے سایہ کے ظل لواء کا ساتھ ہو

یا الٰہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن
دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو

pdf By Syed Mostafa Sakib

یا الھی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں
عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ھو

یا الھی جب بہیں انکھیں حساب جرم میں
ان تبسم ریز ھونٹوں کی دعا کا ساتھ ھو

یا الھی جب حساب خندۂ بے جارو لائے
چشم گریان شفیع مرتضیٰ کا ساتھ ھو

یا الھی رنگ لائیں جب مری بیباکیاں
ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ھو

یا الھی جب چلوں تاریک راہ پل صراط
آفتاب ھاشمی نور الھدیٰ کا ساتھ ھو

یا الھی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے
رب سلم کہنے والے غمزادہ کا ساتھ ھو

یا الھی جو دعائیں نیک ھم تجھ سے کریں
قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ھو

یا الھی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے
دولت بیدار عشق مصطفے کا ساتھ ھو

উচ্চারণ ঃ

ইয়া ইলাহী হার জাগাহ তেরী আতাকা সাতহো
জাব পাড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কুশাঁকা সাতহো
ইয়া ইলাহী ভুল জাঁউ নাজা কি তাকলীফ কো
শাদীয়ে দীদারে হুস্নে মুস্তাফাকা সাতহো
ইয়া ইলাহী গোরে তিরাহ্কী জাব আয়ে সাখ্ত রাত
উনকে পেয়ারে মুহকি সুবহে জান্ফেজা কা সাতহো

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইয়া ইলাহী জাব পাড়ে মাহশার মে শোরে দারুগীর
আমান দেনে ওয়ালে পেয়ারে পেশওয়াকা সাতহো

ইয়া ইলাহী জাব জবানে বাহার আয়েঁ পেয়াস সে
সাহিবে কাওসার শাহে জুদ অ আত্বাকা সাতহো

ইয়া ইলাহী সারদে মুহারী পার হো জাব খুরশীদে হাশর
সাইয়েদে বেসায়া কে জিল্লে লেওয়াকা সাতহো

ইয়া ইলাহী গারমিয়ে মাহশারসে জাব ভড়কেঁ বদন
দামানে মাহবুব কী ঠাণ্ডী হাওয়াকা সাতহো

ইয়া ইলাহী নামায়ে আ'মাল জাব খুলনে লাগেঁ
আয়েব পুশে খাল্ক সাত্তারে খত্বাকা সাতহো

ইয়া ইলাহী জাব বাহেঁ আঁখে সাহিবে জুরম মে
উন্ তাবাস্সুম রিজ হুঁটোঁ কী দুয়াকা সাতহো

ইয়া ইলাহী জাব হিসাবে খান্দাহ বেজা রুলায়ে
চাশ্মে গির.ইয়ানে শাফী মুরতাজাকা সাতহো

ইয়া ইলাহী রঙ লায়েঁ জাব মেরী বেবাকিয়াঁ
উনকী নিচী নিচী নজরুঁকী হায়াকা সাতহো

ইয়া ইলাহী জাব চালুঁ তারীক রাহে পুলসিরাত
আফতাবে হাশিমী নূরুল হুদাকা সাতহো

ইয়া ইলাহী জাব সারে শামশীর পার চালনা পাড়ে
রব্বি সাল্লিম্ কাহনে ওয়ালে গুমজাদা কা সাতহো

ইয়া ইলাহী জো দুয়ায়েঁ নেক হাম তুঝসে কারেঁ
কুদ্সীউঁ কে লাব্সে আমীনে রব্বানাকা সাতহো

ইয়া ইলাহী জাব রেজা খাব গেরাঁসে সার উঠায়ে
দৌলাতে বিদারে ইশ্কে মুস্তাফাকা সাতহো

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ট্রেন, বাস ইত্যাদিতে চড়িবার দুয়া

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ সুবহা নাল্লাজী সাখ্খারা লানা হাজা অ কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা অ ইলা রব্বিনা লা মুন্ক্বালিবুনা।

নৌকায় চড়িবার দুয়া

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি মাজরিহা অ মরসাহা ইন্না রব্বী লা গফুরুর্ রহীমু।

দুয়ায়েমালাইকা

হাদীস শরীফে আসিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি সকালে তিনবার পাঠ করে, তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা তাঁহার জন্য সত্তরজন ফেরেশ্তা নিযুক্ত করিয়া দিবেন। যাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য দুয়া করিতে থাকিবে। আর যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে, তাহা হইলে সকাল পর্যন্ত দুয়া করিতে থাকিবে। যদি ঐ দিনে ইন্তেকাল করে তাহা হইলে শহীদ হইয়া যাইবে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ হুয়াল্লা হুল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলিমুল গয়বি অশ্ শাহাদাতি হুয়ার্ রহমা নুর্রাহিমু। হুয়াল্লা হুল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ মালিকুল্ কুদ্দুসুস্ সালামুল্ মু'মিনুল্ মুহাই মিনুল্ আজীজুল্ জাব্বারুল্ মুতাকাব্বিরু। সুবহা নাল্লাহি আম্মা ইয়ুশ্রি কুনা। হুয়াল্লা হুল্ খালিকুল্ বারিউল্ মুসাব্বিরু লাহুল্ আস্মাউল্ হুস্না। ইয়ু সাব্বিহু লাহুমা ফিস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি অ হুয়াল্ আজীজুল্ হাকীমু। (আ'মালে রেজা ২ খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা)

বিসমিল্লাহ শরীফের ফজীলাত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, মি'রাজের রাতে আমার নিকটে সমস্ত প্রকাশ করা হইয়াছিল, আমি জান্নাতে চারটি নহর দেখিয়াছি! প্রথমটি পানির, দ্বিতীয়টি দুধের, তৃতীয়টি শারাবের, চতুর্থটি মধুর নহর। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই নহরগুলি কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায় যাইতেছে ? তিনি বলিলেন—এইগুলি হাওযে কাওসারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাইতেছে। কিন্তু কোথা হইতে আসিতেছে তাহা আমার জানা নাই। আমি আল্লাহর নিকট দুয়া করিতেছি, তিনি আপনাকে জানাইয়া দিবেন অথবা দেখাইয়া দিবেন। অতঃপর তিনি দুয়া করিলেন, চলিয়া আসিলেন একজন ফেরেশতা। তিনি হুজুরকে সালাম করতঃ বলিলেন—হে মুহাম্মাদ, চক্ষু বন্ধ করুন। আমি চক্ষু বন্ধ করিলাম। তিনি আবার চক্ষু খুলিতে বলিলেন। আমি চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম—একটি বৃক্ষতলে রহিয়াছি এবং একটি সাদা মতির গুম্বাদ দেখিতে পাইলাম, যাহার দরওয়াজা লাল সোনার ; আরো দেখিলাম—এই চারটি নহর ঐ গুম্মাদটির নিচে থেকে বাহির হইতেছে। ঐ আবদ্ধ গুম্বাদটির নিকট হইতে যখন ফিরিবার ইচ্ছা করিলাম, তখন সেই ফেরেশ্তাটি বলিলেন—আপনি উহাতে প্রবেশ করিবেন না? আমি বলিলাম—কেমন করিয়া প্রবেশ করিব, উহা বন্ধ রহিয়াছে! আমার নিকট চাবি নাই। তিনি বলিলেন—উহার চাবি "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" বিসমিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম। আমি তালার নিকট উপস্থিত হইয়া 'বিসমিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম' পাঠ করিলে খুলিয়া গেল। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—চারটি কোণে 'বিস্মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম' লেখা রহিয়াছে। বিসমিল্লাহর 'মীম' হইতে পানির নহরটি প্রবাহিত হইতেছে। অনুরূপ 'আল্লাহ' এর 'হা' হইতে দুধের নহর, 'রহমান' এর 'মীম' হইতে শারাবের নহর ও 'রহীম' এর 'মীম' হইতে মধুর নহর প্রবাহিত হইতেছে। আমি জানিতে পারিলাম—এই চারটি নহরের আসল বিসমিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলিলেন—হে মোহাম্মাদ, তোমার উম্মতের মধ্যে যে 'বিসমিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম' পাঠ করতঃ আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তাহাকে এই নহরগুলি হইতে পান করাইব। (রুহুল বায়ান শরীফ ১ খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একটি কবরের নিকট হইতে অতিক্রম করিবার সময় দেখিতে পাইলেন—কবরবাসীর কঠিন আযাব হইতেছে পরক্ষণে দেখিতে পাইলেন—কবরটি নূরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং আল্লাহর রহমাত বর্ষণ হইতেছে। হজরত ঈসা আশ্চর্য হইয়া উহার কারণ জানিতে চাহিলে আল্লাহ তাআলা বলিলেন—লোকটি অত্যন্ত বদকার এবং কঠিন গোনাহগার ছিল, তাই তাহার আযাব হইতেছিল। লোকটি মরিবার সময় উহার স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় ছিল, একটি পুত্র হইয়াছে। আজ তাহাকে মাদ্রাসায় পাঠানো হইয়াছে, উস্তাদ শিশুটিকে 'বিসমিল্লাহ' পড়াইয়া দিয়াছে ; এখন আমার লজ্জা হইতেছে যে, যাহার পুত্র আমার নাম লইতেছে আমি তাহাকে আযাব দিব ! (আশরাফুত্ তাফাসীর ১ খণ্ড ৪৪/৪৫ পৃষ্ঠা)

হজরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি প্রতিদিন বেশি করিয়া 'বিস্মিল্লাহ' পাঠ করিবে, সে ঐ উনিশজন ফেরেশ্তার আযাব হইতে নাজাত পাইবে—যাহাদের প্রতি জাহান্নামের দায়িত্ব রহিয়াছে। কারণ, বিসমিল্লাহ শরীফের মধ্যে উনিশটি হরফ রহিয়াছে। (শামে শাবিস্তানে রেজা ৬৪ পৃষ্ঠা)

সুরাহ ফাতিহার ফজীলাত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—সুরাহ্ ফাতিহার সদৃশ্য সুরাহ তাওরীত, ইন্জীল ও জাবুরে অবতীর্ণ হয় নাই। (তিরমিজী) আল্লাহ তাআলা আকাশ হইতে একশত চারটি কিতাব এবং সহীফা অবতীর্ণ করিয়াছেন কিন্তু একশত কিতাবের ইল্ম চারটি কিতাবের মধ্যে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তাওরীত,

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইন্জীল, জাবুর ও কোরআন শরীফের মধ্যে রাখিয়াছেন। আবার ঐ চারটি কিতাবের ইল্ম কোরআন পাকের মধ্যে রাখিয়াছেন। আবার কোরআন মাজীদের সমস্ত ইল্ম সূরাহ ফাতিহার মধ্যে রাখিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা শিক্ষা করিল সে সমস্ত আস্মানী কিতাবগুলি শিক্ষা করিল এবং যে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিল সে সমস্ত আসমানী কিতাবগুলি পাঠ করিয়া নিল। (তাফসীরে কাবীর) সূরাহ ফাতিহা যখন অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন হজরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামের সহিত সত্তর হাজার ফেরেশ্তা আসিয়াছিলেন। (রুহুল বায়ান) যে ব্যক্তি একশত বার উক্ত সূরাহ পাঠ করতঃ দুয়া করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার দুয়া কবুল করিবেন। যে রুগীর কোন ঔষধে কাজ হইতেছে না, যদি তাহাকে সূরাহ ফাতিহা সাদা কড়ির প্লেটের উপর জম্জম্ ও যাফরান দিয়া লিখিয়া উহা ধৌত করিয়া পান করানো হয়, তাহা হইলে ইনশাল্লাহ, সুস্থ হইয়া যাইবে। জম্জম্ না পাইলে গোলাব পানি। যদি উহা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোঁয়ার পানি দিয়া লিখিবে। (আশ্রাফুত্ তাফাসীর ১ খণ্ড ৫০/৫১ পৃষ্ঠা)

সুরাহ ফাতিহা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রব্বিল্‌ আলামীন্‌। আরাহ্‌মা নিরাহীম্‌। মালিকি ইয়াউ মিদ্দীন। ই'য়াকা না'বুদু অ ই'য়াকা নাস্তায়ীন। ইহ্‌দি নাস্‌ সিরাতাল্‌ মুস্তাক্বীম। সিরাতল্লা জীনা আন্‌ আম্‌তা আলাইহিম্‌। গয়রিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম অলাদ্‌ দাল্লীন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'আমীন' শব্দের অর্থ' কবুল করুন। উহা কোরআনের আয়াত নয়। সেই কারণে কোরআন শরীফে উহা লিখিত নাই। অবশ্য সুরাহ ফাতিহার পর তিলাওয়াতকারী এবং শ্রোতাবৃন্দের 'আমীন' বলা সুন্নাত। অনুরূপ প্রত্যেক দুয়াতে 'আমীন' বলা সুন্নাত। আমীন আস্তে ও জোরে বলিবার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। 'আমীন' দুয়ার অন্তরভুক্ত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে দুয়া আস্তে করিতে আদেশ করিয়াছেন। যথা, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً —তোমরা খোদার কাছে বিনয়ীর সহিত আস্তে দুয়া কর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—যখন ইমাম 'অলাদ্‌ দাল্লীন' বলিবে, তখন তোমরা আমীন বলিবে। কারণ, ঐ সময় ফেরেশ্‌তাও আমীন বলিয়া থাকে। যাহাদের আমীন ফেরেশ্‌তাদের আমীন এর ন্যায় হইবে তাহাদের অতীতের গোনাহ ক্ষমা হইয়া যাইবে। (বোখারী, মুসলিম ও মিশকাত ৭৯ পৃষ্ঠা) এই প্রকার আরো বহু হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা আমীন আস্তে বলিবার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ইমাম শাফয়ী আমীন জোরে বলিবার স্বপক্ষে। আমাদের দেশে যাহারা নামাজের মধ্যে উচ্চস্বরে আমীন বলিয়া থাকে তাহারা শাফয়ী মাজহাব অবলম্বী নয়, বরং ওহাবী। এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রথম লোকটির নাম মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহ্হাব। ১২০৯ হিজরীতে তিনি আরবের নজ্দ প্রদেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে সৌদি আরবের রাজধানী হইল নজ্দ। অবশ্য নজদের পরিবর্তে এখন রিয়াজ বলা হইতেছে। বোখারী শরীফ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নজ্দ বা রিয়াজকে অভিশপ্ত স্থান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। নজ্দ বা রিয়াজ কুফরের কেন্দ্র হইবে এবং সেখান থেকে ফিৎনা ও ফাসাদ প্রকাশ হইবে বলিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন ভবিষ্যত বক্তা রসুলুল্লাহ।

মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহ্হাব নজদীর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের যে ধারণা ছিল আল্লাহর প্রতি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলালাইহি অ সাল্লাম তথা আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের প্রতি, সেই ধারণাগুলিকে তিনি প্রকাশ্য শির্ক ও কুফর বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। ফলে ইসলামের মধ্যে মতভেদের আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। এই মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহ্হাব নজদীর মতাবলম্বীগণ নিজদিগকে মোহাম্মদী বলিয়া থাকেন। কিন্তু উলামায়ে ইসলাম লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মোহাম্মাদের ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সাধারণ মানুষ 'মোহাম্মাদ' নাম উচ্চারণ করতঃ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে, যাহাতে পবিত্র 'মোহাম্মাদ' শব্দের বে-আদবী হইবে। এই কারণে উলামাগণ দলের নাম 'মোহাম্মাদী' আখ্যা না দিয়া পিতার দিকে সম্বোধন করতঃ ওহাবী আখ্যা দিয়াছেন। (আনওয়ারে আহমাদী ৩১৪ পৃষ্ঠা) আরবী ব্যাকরণ বা আরবদেশের প্রথা অনুযায়ী অনেক সময়ে পুত্রের কর্ম্ম পিতা ও দাদার দিকে সম্বোধন হইয়া থাকে। যথা, ইসলামের চারটি মাজহাবের মধ্যে একটির নাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাম্বালী। এই হাম্বালী মাজহাবের ইমামের নাম আহমাদ। ইমাম আহমাদের পিতার নাম মোহাম্মাদ এবং দাদার নাম ছিল হাম্বাল। (ফাহ্‌ংগে আসিফীয়া খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২২৯) হাম্বাল সাহেব যদিও কোন মাজহাবের জনক ছিলেন না, তথাপিও মাজহাবের নাম হাম্বালী হইয়াছে। এই একই কারণে মোহাম্মাদী নামকরণ না হইয়া ওহ্‌হাবী হইয়াছে। অবশ্য এই নামটি বহুল প্রচলিত হইবার কারণে একটি 'হ' উয্য করতঃ ওহাবী বলা হইয়া থাকে। যথা, ফারহাংগে আসিফীয়া ৩য় খণ্ড ২৪১৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, ওহাবী আব্দুল ওহ্‌হাব নজদীর অনুসারীকে বলা হইয়া থাকে। যিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের তা'জীম—সম্মানে আঘাত হানিতে এবং তাঁহার পবিত্র মাজারকে ভাঙিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। বরং বহু বর্কাতময় ও পবিত্র ইমারত ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও শব্দটি আসলেই ওহ্‌হাবী কিন্তু সহজ হেতু ওহাবী বলা হইয়া থাকে। এখন ওহাবীদের কতিপয় ধারণা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে ঃ—উহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াত অস্বীকার করিয়া থাকে। (নূরুল আনওয়ার ২৪৭ পৃষ্ঠা টীকা নং—১৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরে স্বশরীরে জীবিত নাই। কবরে সাধারণ মানুষের যে অবস্থা তাঁহারও সেই অবস্থা। তাঁহার রওজা পাক জিয়ারত করিতে যাওয়া হারাম ও ব্যাভিচারের পর্য্যায় পাপ। তিনি শাফায়াত করিতে পারিবেন না। আমাদের প্রতি তাঁহার কোন অবদান নাই। তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তাঁহার অসীলা দিয়া দুয়া চাওয়া জায়েজ নয়। আল্লার নবী অপেক্ষা আমাদের হাতের লাঠি বেশি সাহায্যকারী। কারণ, লাঠি দ্বারা আমরা কুকুর মারিয়া থাকি। কোনো মাজহাব অবলম্বন করা শির্ক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরুদ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালাম ও মীলাদ পাঠ করা বিদয়াত—হারাম। যাহারা ওহাবীদের অনুসরণ করে না, তাহারা মুসলমান নয়। (আশ্ শিহাবুস্ সাকিব ২৪ পৃষ্ঠা হইতে ৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) আল্লামা শামী লিখিয়াছেন—উহারা নজ্দ হইতে প্রকাশ হইয়াছে এবং মক্কা ও মদীনা শরীফের উপর আক্রমণ করিয়াছে। উহারা নিজদিগকে হাম্বালী বলিয়া থাকে। কিন্তু উহাদের ধারণা ইহাই যে, এক মাত্র উহারাই মুসলমান। যাহারা উহাদের বিপরীত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে তাহারা মুশরিক। এই কারণে উহারা আহলে সুন্নাতকে কতল করা হালাল ধারণা করিয়াছে এবং আহলে সুন্নাতের উলামাগণকে কতল করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ওহাবীদের শক্তিকে চূর্ণ করিয়াছেন এবং উহাদের শহর ধ্বংস করিয়াছেন। ইসলামী সৈন্যদের উহাদের উপর জয়লাভ দিয়াছেন। ইহা ১২৩৩ হিজরীর ঘটনা। (রদ্দুল মুহতার খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩০৯) ওহাবীরা মক্কা ও মদীনা শরীফের নিরপরাধ মানুষকে নির্মম হত্যা করিয়াছে। তথাকার তরুণী ও যুবতী মহিলাদের সহিত জোর-পূর্বক জেনা করিয়াছে। উহাদের পুরুষগণকে দাস এবং নারীগণকে দাসী রূপে ব্যবহার করিয়াছে। সমস্ত সাহাবাগণের মাজারগুলি ধূলিস্যাৎ করিয়াছে। এমনকি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজাপাক শহীদ করিতে চাহিয়াছিল। যে এই অপবিত্র মানসিকতা লইয়া মাজার শরীফের নিকটে উপস্থিত হইত, একটি বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিয়া শেষ করিয়া দিত। এই প্রকারে রব্বুল আলামীন আল্লাহ স্বীয় মাহবুব রহমাতুল্লিল আলামীনের রওজাপাক রক্ষা করিয়াছেন। (জায়াল হক ১ম খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা) "তিনি (অর্থাৎ মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব নজদী) কবরের উপর সৌধ নির্মাণ, কবরকে ইঁট ও পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। এগুলো শুধু

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর মুখের কথাই ছিল না, বাস্তবে রূপ দিতে মক্কা ও মদিনার অনেক নামজাদা মনীষীর কবর তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন।" (চেপে রাখা ইতিহাস ৩১৬ পৃষ্ঠা)

অখন্ড ভারতে সর্বপ্রথম ওহাবী মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় ব্রেলবী এবং ইসমাঈল দেহলবী। অবশ্য ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাসগুলিতে সাইয়েদ আহমাদ রায় ব্রেলবীকে ওহাবীয়াতের বীজ বপণকারী বলা হইয়াছে। যথা, "সৈয়দ আহমদকেই ওহাবী আন্দোলনের নেতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আরবে হজ করিতে গিয়া তথাকার ওহাবী সম্প্রদায়ের ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পবিত্রকরণের আন্দোলন সম্পর্কে সৈয়দ আহমদ প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।" (স্বদেশ কথা ঃ আধুনিক যুগ ৯৫ পৃষ্ঠা)—"ভারতে এই (ওহাবী) আন্দোলনের প্রবক্তা হন সৈয়দ আহমদ নামে উত্তর প্রদেশের রায় বেরিলীর এক অধিবাসী। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদের জন্ম হয়। যুবা বয়সে তিনি পিণ্ডারী দস্যুদলে যোগ দেন। পরে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে তিনি ইসলাম ধর্মশাস্ত্র চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মক্কায় হজ যাত্রায় গিয়ে তিনি আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে তিনি ভারতে ওয়াহাবী আদর্শে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।" (ভারত পরিচয় ২৭২ পৃষ্ঠা) "সৈয়দ আহমদকেই ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। (সরল উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস ৭৫ পৃষ্ঠা)—বাংলাদেশ, ইসলামীক ফাউণ্ডেশন হইতে যে সমস্ত বই পুস্তক প্রকাশ হইতেছে, তাহাতে সাইয়েদ আহমাদকে ওহাবী আন্দোলনের নেতা বলা হইয়াছে। যথা, "সৈয়দ আহমাদ দিলেন ওহাবী আন্দোলনের একজন নেতা।"......"সৈয়দ আহমাদ সবেমাত্র মক্কা থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নূতন মন্ত্র—

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবী মতবাদ।''.....মক্কা থেকে ফিরে সৈয়দ আহমাদ ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন।'' ('ইতিহাস কথা কয়' ১১৭ পৃষ্ঠা, প্রকাশ কাল ১৯৮১ সাল)

সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী আলেম ছিলেন না। ইসমাঈল দেহলবী ছিলেন আলেম। তিনি ইবনো আব্দুল ওহ্হাব নজদীর 'কিতাবুত্ তৌহীদ' এর অনুকরণে 'তাক্বীয়াতুল ঈমান' নামক কিতাব লিখিয়া অখণ্ড ভারতে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়াছিলেন। যেহেতু ইসমাঈল দেহলবী ছিলেন শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর পৌত্র এবং শাহ আব্দুল আজীজ দেহলবীর ভ্রাতা— শাহ আব্দুল গণীর সাহেবজাদা, সেহেতু আজ পর্যন্ত ঐ খন্দান কলংক হইয়া রহিয়াছে। বড় ঘরের ছেলে বলিয়াও কেহ তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। তাঁহার খান্দানের স্বনামধন্য আলেম শাহ মাখ্সুস্ সুল্লাহ মুহদ্দিস দেহলবী, শাহ মুসা দেহলবী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বড় বড় উলামায় কিরামগণ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর খণ্ডনে শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন করতঃ তাঁহাকে গোমরাহ বেদ্বীন কাফের বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যখন ইসমাঈল দেহলবীর ওহাবী চরিত্র উলঙ্গ হইয়া পড়িল, তখন তিনি সাইয়েদ আহমাদের সহিত যোগসাজস করিয়া মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব নজদীর নামে একটি নতুন তরীকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যাহা আজও 'মোহাম্মাদীয়া তরীকা' নামে প্রচলিত রহিয়াছে। ওহাবী সম্প্রদায় ইসলামের চারটি উজ্জল তরীকা- ক্বাদেরীয়া, চীশ্তীয়া, নক্শবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়ার ঘোর বিরোধী। ঐ তরীকাগুলিকে তাহারা বেদয়াত আখ্যা দিয়া থাকে। ইসমাঈল দেহলবী একটি ভুঁইফোঁড় তরীকা বাহির করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ওহাবী সম্প্রদায় ইল্মে তাসাউফের বিরোধিতা করেন না। এই ওহাবী সম্প্রদায়ের ভণ্ড পীর সাইয়েদ আহমাদ

ও তদীয় মুরীদ ইসমাঈল দেহলবী আসল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে বৃটিশ সরকারের দিকে অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। সুচতুর শয়তান জাতী সুযোগ গ্রহণ করতঃ সহানুভূতির হাত বাড়াইয়া দিল এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল, এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের উদ্দেশ্যে শিখদের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। ইংরেজরা মুসলমান ও শিখদের তাহাদের রাস্তার কাঁটা মনে করিত এবং তাহারা জানিত যে, শিখদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধে নামাইতে পারিলে হিন্দুস্তানে তাহাদের রাজত্ব সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে। তাই তাহারা কুরবানীর খাসীর ন্যায় খুব খাওয়াইয়া পরাইয়া সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর নেতৃত্বে শত শত মুসলমানকে মরঘাটের দিকে আগাইয়া দিয়াছিল। ইংরেজদের এই দুই এজেণ্ট—সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবী সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া পাঠান মুসলমানদের কাছে শিখ বিরোধী জিহাদের ডাংকা বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া পাঠানদের মধ্যে ছিল শিখ বিরোধী মনোভাব। তাহারা এই দুই দালালকে উপযুক্ত নেতা হিসাবে মনোপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলিল। পাঠানদের এই সরল মনোভাব দেখিয়া এবং সহজে উহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে দেখিয়া সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবী ধারণা করিয়া ফেলিলেন যে, পাঠানদের পকেটে পাইয়া গিয়াছি। তাহারা জিহাদের বাজনা বন্ধ করিয়া ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রকাশ্যে হানিফী মাজহাব বিরোধী আমল আরম্ভ করিয়া দিলেন। পাঠানরা ছিল কট্টর হানিফী। প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু ঈমান দিতে রাজী নয়। প্রাণের শত্রু অপেক্ষা ঈমানের শত্রু মারাত্মক ক্ষতিকারক। শিখ সম্প্রদায় প্রাণের শত্রু এবং ওহাবীরা ঈমানের শত্রু। সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল—তাহাদের বড় শত্রু ওহাবীদের শেষ করিয়া দিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে। পাঠানরা শিখদের সহিত আঁতাত করতঃ ইংরেজদের প্রেরিত দুই খাসী—সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীকে ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে বলিদান করিয়াছিল। উধাও করিয়া দিয়াছিল তাহাদের দেহকে। বালাকোটের ময়দান খালি এবং কবর কাল্পনিক। ইহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে পাঠ করুন আমার লেখা—'দাফনের পূর্বাপর ও বালাকোটে কাল্পনিক কবর' এবং 'সেই মহানায়ক কে ?'।

ইসমাঈল দেহলবীর শিষ্যরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। একদল প্রকাশ্যে ইমামগণের অনুসরণ করা শির্ক ইত্যাদি বলিয়া হানিফী মাজহাবের ঘোর বিরোধীতা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ইহারা নিজদিগকে মোহাম্মাদী, সালাফী ও আহলে হাদীস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আর একদল লক্ষ্য করিল যে, ভারতবর্ষ হানিফী প্রধান দেশ। এখানে প্রকাশ্যে হানিফী মাজহাব বিরোধী আমল করিলে প্রসার লাভ করা যাইবে না। ইহারা আন্তরিকভাবে ওহাবী মত্ পোষণ করিলেও বাহ্যিক আমলে হানিফী সাজিয়া রহিল। ইহাদের দেওবন্দী বলা হইয়া থাকে। আহলে হাদীস বা লামাজহাবী সম্প্রদায় হানিফীদিগের কাছে চিহ্নীত হইয়া পড়িল। কারণ, উহারা আট রাকয়াত তারাবীহ পড়িয়া থাকে, নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠায় না, ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করিয়া থাকে, আবার চিৎকার করিয়া আমীন বলিয়া থাকে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া এক তালাক গণ্য করিয়া থাকে। সব চাইতে মারাত্মক হইল যে, 'ফিক্বহে মুহাম্মাদী' কিতাবের প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে হানিফী, শাফয়ী, মালিকী ও হাম্বালী মাজহাব অবলম্বীদিগকে মুশরিক বলিয়া দিয়াছে ইত্যাদি কারণে উহারা বাস্তবে প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। সুচতুর মৌদুদী সাহেব হানিফীদের ধোকা দেওয়ার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতঃ মোহাম্মাদী বা আহলে হাদীস লেবেলগুলি পরিবর্তন করিয়া 'জামায়াতে ইসলাম' নাম দিয়া দিলেন। ফলে শত শত হানিফী 'ইসলাম' শব্দের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ওহাবী হইতে চলিয়াছেন। মৌদুদী সাহেব ওহাবী মতবাদে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী ওহাবীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মৌদুদী সাহেবের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে ঃ—

(১) মৌদুদী সাহেবের ধারণায় ইমাম মাহদীর আগমন মিথ্যা। অবশ্য তিনি সরাসরি মিথ্যা না বলিয়া নতুন কৌশল অবলম্বনে বলিয়াছেন। যথা, আমার বিশ্বাস হয় না যে, (ইমাম মাহদী সম্পর্কে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এইরূপ সংবাদ দিয়াছেন। (রসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা)

ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে যদি মৌদুদী সাহেবের মত বাক্‌চাতুরী করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত হাদীসকে অস্বীকার করা যাইবে। কারণ যখন যে হাদীসটি নিজের মন মত না হইবে, তখন বলিয়া দিতে হইবে যে, আমার বিশ্বাস হয় না, নবী এই কথা বলিয়াছেন।

(২) হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শেষ যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে। এ সম্পর্কে মৌদুদী সাহেবের ধারণা ইহাই যে, দাজ্জাল সম্পর্কে নবী যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার আনুমানিক কথা। (রসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড ৩৭ পৃষ্ঠা)—আল্লাহর অহী বা ইংগিত ছাড়া রসুলুল্লাহ আনুমানিক কথা বলিতেন, এই প্রকার উক্তি প্রকাশ করিবার স্পর্ধা কি কোন মুসলমানের রহিয়াছে ?

(৩) মৌদুদী সাহেব লিখিয়াছেন—"যে নামাজ না পড়ে সে মুসলমান নয়।" (হক্কীক্বতে সওম ও সলাত ১৮ পৃষ্ঠা)—পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিয়া বলুন! যদি নামাজ না পড়িলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমান না থাকে, তাহা হইলে শতকরা কয়জন মুসলমান পাওয়া যাইবে। মৌদুদী ক্যাডাররা অধিকাংশই নামাজ পড়ে না। এই অমুসলমানরাই আবার ইসলামের ধারক বাহক হইতে চাহিতেছেন।

(৪) "সিনেমা দেখা জায়েজ। (রসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা) -- বর্তমান যুগে সিনেমা জগৎ গোমরাহীর সব চাইতে বড় কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন দিক দিয়া উহা জায়েজ বলাই হইল গোমরাহীর দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার নামান্তর।

(৫) মৌদুদী সাহেব ফেরেশ্তা সম্পর্কে লিখিয়াছেন— "ইসলামের পরিভাষায় যাহাকে ফেরেশ্তা বলা হয়, উহা ঐ জিনিষ যাহা ইউনান ও হিন্দুস্তান প্রভৃতি দেশের মুশরিক্রা দেবী ও দেবতা বলিয়া থাকে। (তাজদীদ ও এহিয়ায় দ্বীন ১ম সংস্করণ ৩৬ পৃষ্ঠা) ফেরেশতা আল্লাহর নূরের সৃষ্টি। এই নূরী জামায়াতকে মুশরিকদের দেব-দেবী বলা নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী।

(৬) হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম নাফরমানী করিয়াছিলেন এবং হজরত মুসা আলাইহিস্ সালামের দ্বারায় বড় গোনাহ হইয়াছিল। (রসায়েল ও মাসায়েল খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২১)

(৭) আল্লাহপাক ইচ্ছাকৃত প্রত্যেক নবীর দ্বারায় কোন না কোন সময় দুই একটি ভুল করাইয়াছেন। (তাফহীমাত ২য় খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠা)

(৮) প্রথম অবস্থায় আল্লাহর একত্ববাদে হজরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের সন্দেহ ছিল। তিনি জগতের নিদর্শনাবলী দেখিয়া এবং উহার প্রতি গবেষণা করিয়া আল্লাহর একত্ববাদ বুঝিয়াছেন। (তাফহীমুল কুরআন সুরা আনয়াম ১ম খণ্ড ৫৫৭ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম গবেষণা করতঃ খোদার একত্ববাদ বুঝিতে পারিয়াছেন। (তাফহীমুল কুরআন ২য় খণ্ড ৩২১ পৃষ্ঠা)

(১০) হুজুর নিরক্ষর ও জংলী মানুষ ছিলেন। (তাফহীমাত ২২১ পৃষ্ঠা)—জামায়াতে ইসলামীদের প্রতি উলামায়ে ইসলামের ফতওয়া যাহা রহিয়াছে তাহা রহিয়াছে। উলামায়ে দেওবন্দও উহাদের গোমরাহ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। হুসাইন আহমাদ মাদানী জামায়াতে ইসলামীকে জাহান্নামী দল বলিয়াছেন। (শায়খুল ইসলাম নং ১৫৯ পৃষ্ঠা)

দেওবন্দীরা তুলনামূলক বেশি প্রসারলাভ করিয়াছিল। মাঝ রাস্তায় উহাদের মুনাফেক্বী ধরা পড়িয়া গেল। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী সাহেব 'তাহজীরুন্নাস'-এর ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়া দিলেন—"যদি মানিয়া নেওয়া যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পর কোন নবী পয়দা হন, তাহা হইলে হুজুরের শেষত্বে কোন পার্থক্য আসিবে না।"— কাসেম নানুতুবী সাহেবের এই উক্তিতে কাদিয়ানী ফিরকার জন্ম হয়। মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব 'বারাহীনে কাতিয়া' এর ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়া দিলেন—"শয়তান অপেক্ষা নবীর ইল্ম বেশি বলা শির্ক।" ইহাতে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব সাক্ষর করিয়া দিলেন। গাংগুহী সাহেব 'ফাতওয়ায় মীলাদ শরীফ' এর ১৩ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ লিখিয়া দিলেন এবং ফাতাওয়ায় রশীদীয়ার মধ্যে ইবনো আব্দুল ওহাব নজদীর খুব প্রশংসা করিয়া দিলেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব 'হিফজুল ঈমান' এর ১৫ পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র ইল্মকে জন্তু জানোয়ারের ইল্মের সহিত তুলনা করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিলেন। এইবার মুনাফিক্কদের চরিত্র উলঙ্গ করিবার অমূল্য সুযোগ আসিয়া গেল। উলামায় ইসলাম দেওবন্দী দানবদের উক্তিগুলি কোরআন হাদীসের আলোকে কুফরী বলিয়া প্রমাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি মুজাদ্দেদদীয়াতের দায়িত্ব পালন করতঃ মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, কাসেম নানুতুবী, রশীদ আহমাদ গাংগুহী, খলীল আহমাদ আম্বেহঠী ও আশরাফ আলী থানুবীকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষ করিয়া মক্কা ও মদীনার হানিফী, শাফয়ী প্রভৃতি মাজহাবের মহান মুফতীগণও উহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিলেন। এই ফতওয়াগুলির সমষ্টি 'হুসামুল হারামাইন' নামে মুদ্রিত রহিয়াছে। অনুরূপ অখণ্ড ভারতের ২৬৮ জন বিজ্ঞ আলেমও উহাদের বেদ্বীন কাফের ইত্যাদি বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিলেন। এই ফতওয়াগুলির নকল 'আস্‌সাওয়ারিমুল হিন্দীয়া' নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। নিরুপায় হইয়া দেওবন্দীরা ১৯৪৬ সালে ১২ই জুন উত্তর প্রদেশের ফয়জাবাদ কোর্টে মুকাদ্দামা দায়ের করিয়াছিল। আহলে সুন্নাত—বেরেলবী পক্ষে জজকে বুঝাইয়াছিলেন আল্লামা হাশমাত আলী লাখনুবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি এবং দেওবন্দী পক্ষে ছিলেন মাওলানা আবুল ওফা শাজাহানপুরী। ১৯৪৮ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর জজ মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল সুন্নীদের ফতওয়া সঠিক বলিয়া রায় প্রদান করেন। দেওবন্দীরা আবার আপিল করিলে ১৯৪৯ সালে ২৮শে এপ্রিল জজ মোঃ ইয়াকুব আলী সাহেব দেওবন্দীদের আপিল নিষ্প্রাণ বলিয়া রায় প্রদান করেন। এইভাবে দেওবন্দীদের প্রভাবে ভাটা পড়িয়া গেল।

উলামায় দেওবন্দ তাহাদের কলংক মুছিবার জন্য এবং দলকে নতুনভাবে সাজাইবার উদ্দেশ্যে নতুন লেবেল 'তাবলিগী জামায়াত'

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাম দিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে। কালেমা ও নামাজের আড়ালে সেই ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে ইহারা। সাধারণ মানুষ আবার ধোকায় পড়িয়া গিয়াছে। প্রিয় পাঠক, আপনার ঈমান হিফাজাত করিবার দায়িত্ব আপনারই। সেই বুঝিয়া 'তাবলিগী জামায়াত'কে যাচাই করিবার চেষ্টা করুন! নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, উহারা ওহাবীদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেখুন ঃ—(১) তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন—আমার আন্তরিক ইচ্ছা ইহাই যে, আমার তাবলীগের মাধ্যমে মাওলানা থানুবীর শিক্ষা ব্যাপক প্রচার করা। (মালফুজাতে ইলিয়াস ৫৬ ৫৭ পৃষ্ঠা)—সাধারণ মানুষ জানে যে, তাবলীগের উদ্দেশ্য কালেমা ও নামাজের দাওয়াত দেওয়া। কিন্তু ইলিয়াস সাহেবের মুখে এর বিপরীত কথা শুনিতে পাওয়া গেল। থানুবী সাহেব কে ছিলেন এবং তাহার শিক্ষা কি ছিল তাহা আপনার ভালই জানা রহিয়াছে। (২) তাবলীগের মধ্যে যে কিতাবখানা পড়িয়া শোনানো হয়, উহার লেখক জাকারিয়া সাহেব খুব দৃঢ়তার সহিত নিজেকে বড় ওহাবী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফ ১৯৩ পৃষ্ঠা) ইহার পরেও কি কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে যে, উহারা ওহাবী নয়? যদি কেহ নিজেকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাকে আমরা মুসলমান বলিতে যাইব কেন? (৩) যেখানে তাবলীগের প্রভাব পড়িয়াছে সেখানে মীলাদ, কিয়াম, উরুস ও ফাতিহা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। বহু স্থানে ইহারা আট রাকয়াত তারাবীহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ইহাদের আলেম, আমির ও তালিবুল ইল্মগণ নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেছে না। ইহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আজই সংগ্রহ করুন ঃ—'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য'।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুর্দার চক্ষু বন্ধ করিবার দুয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَ

سَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ

اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইয়াস্সির আলাইহি আমরাহু অ সাহ্হিল আলাইহি মাবাদাহু অ আসয়িদহু বিলিক্বা ইকা অজ্য়াল্ মাখারাজা ইলাইহি খয়রা মিম্মা খরাজা আনহু। (বাহারে শরীয়ত খণ্ড ৪ পৃঃ ১০৬)

মুর্দাকে কবরে শোয়াইবার দুয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্।

(শারহে অক্বাইয়া ১ খণ্ড ২১০ পৃষ্ঠা)

কবরে মাটি দেওয়ার দুয়া

প্রথম বারে ঃ— مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ (মিন্হা খলাক্ নাকুম)।

দ্বিতীয় বারে ঃ— وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (অফীহা নুঈদুকুম)।

তৃতীয় বারে ঃ— وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (অ মিন্হা নুখরিজুকুম তারতান উখ্রা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অথবা

প্রথম বারে ঃ— اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা জাফিল্ আরদা আন্ জাম্বিহী।

দ্বিতীয় বারে ঃ— اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাফ্তাহ্ আবওয়া বাস্সামাওয়াতি লিরূহিহী।

তৃতীয় বারে ঃ— اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আদখিল্ হাল জান্নাতা বিরাহমাতিকা।

আলামগিরী, বাহারে শরীয়ত খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৩০)

কবর তালকীনের দুয়া

হজরত আবূ উমামাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- যখন তোমাদের ভাইদের মধ্যে কেহ ইন্তেকাল করিবে এবং দাফন করা শেষ হইয়া যাইবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেহ কবরের মাথার দিকে দাঁড়াইয়া বলিবে—হে অমুকের পুত্র অমুক, অবশ্য সে শুনিতে পাইবে কিন্তু উত্তর দিবে না। আবার বলিবে—হে অমুকের পুত্র অমুক, তখন কবরবাসী সোজা হইয়া বসিবে। আবার বলিবে—হে অমুকের পুত্র অমুক, অতঃপর সে বলিবে—আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করেন. তুমি বল। কিন্তু তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে না। এইবার বলিবে—

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا

pdf By Syed Mostafa Sakib

اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ
بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا ـ

উচ্চারণ ঃ উজ্‌কুর মাখরাজ্‌তা আলাইহি মিনাদ্‌ দুনিয়া শাহাদাতান্‌ আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান্‌ আব্দুহু অ রাসুলুহু অ আন্নাকা রাদীতা বিল্লাহি রব্বাঁউ অ বিল্‌ ইসলামি দ্বীনাঁউ অ বি মোহাম্মাদিন নাবীয়াঁউ অ বিল্‌ কুরআনি ইমামা।

অতঃপর মুনকীর ও নাকীর একে অপরের হাত ধরিয়া বলিবেন —চলুন, আমরা চলিয়া যাই। যাহার দলীল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার নিকটে বসিয়া কি হইবে! জনৈক ব্যক্তি বলিল— হে আল্লাহর রসুল, যদি মাতার নাম জানা না থাকে? হুজুর বলিলেন—হজরত হাওয়া আলাইহিস্‌ সালামের দিকে সম্বোধন করিয়া বলিবে—হে হাওয়ার পুত্র অমুক। (রুহুল বায়ান ৫ম খণ্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা, আল্‌ আজকার ১৩৮ পৃষ্ঠা, গুনিয়া তুত্তালিবীন মুতাজ্জিম ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

তালকীনের দ্বিতীয় নিয়ম

প্রথমে তিনবার বলিবে—

يَا فُلَانُ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া ফুলানু কুল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

দ্বিতীয় বারে বলিবে—

يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ وَدِيْنِيَ الْاِسْلَامُ وَنَبِيِّيَ مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ ইয়া ফুলানু কুল্ রব্বী আল্লাহু অ দ্বীনিল্ ইসলামু অ নাবীই মুহাম্মাদুন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম।
(শারহুস্ সুদুর ৪৪ পৃষ্ঠা)

কবর যিয়ারতের দুয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ

اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَفْوَ

وَالْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ

النَّخِرَةِ اَدْخِلْ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مِنْكَ رَوْحًا وَّرَيْحَانًا وَّمِنَّا

تَحِيَّةً وَّسَلَامًا ـ

উচ্চারণ ঃ আস্সালামু আলাইকুম আহ্লা দারি কওমিম্ মু'মিনীনা আনতুম্ লানা সালাফুঁউ অ ইন্না ইন্শাল্লাহু বিকুম লাহিকুনা নাস্য়া লুল্লাহা লানা অলাকুমুল আফওয়া অল্ আফিয়াতা ইয়ার্হা মুল্লাহুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না অল্ মুস্তাখিরীনা আল্লাহুম্মা রব্বাল্ আরওয়াহিল্ ফানিয়াতি অল্ আজসাদিল বালিয়াতি অল্ ইজামিন্ নাখিরাতি আদখিল্ হাজিহিল কুবুরা মিন্কা রাওহাঁউ অ রাইহানাঁউ অমিন্না তাহিইয়াতাঁউ অ সাল্লামা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুয়ায় আশুরাহ

يَا قَابِلَ تَوْبَةِ اٰدَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَا فَارِجَ كَرْبِ ذِى النُّوْنِ

يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَا جَامِعَ شَمْلِ يَعْقُوْبَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَا سَامِعَ

دَعْوَةِ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَا مُغِيْثَ اِبْرَاهِيْمَ

مِنَ النَّارِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَا رَافِعَ اِدْرِيْسَ اِلَى السَّمَاءِ يَوْمَ

عَاشُوْرَاءَ يَا مُجِيْبَ دَعْوَةِ صَالِحٍ فِى النَّاقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءِ

يَا نَاصِرَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَ

الْمُرْسَلِيْنَ وَاقْضِ حَاجَاتِنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَطِلْ

عُمُرَنَا فِىْ طَاعَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَرِضَاكَ وَاَحْيِنَا حَيَاةً طَيِّبَةً

وَتَوَفَّنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الرَّاحِمِيْنَ ○ اَللّٰهُمَّ بِسِرِّ الْحَسَنِ وَاَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ

وَجَدِّهٖ وَنَبِيِّهٖ فَرِّجْ عَنَّا عَمَّا نَحْنُ فِيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া কাবিলা তাওবাতে আদমা ইয়াওমা আশূরায়া - ইয়া ফারিজা কারবে জিন্ নূনি ইয়াওমা আশূরায়া - ইয়া জামিয়া শামলে ইয়াকুবা ইয়াওমা আশূরায়া - ইয়া সামিয়া দাও ওয়াতি মূসা অ হারূনা ইয়াওমা আশূরায়া - ইয়া মুগীসা ইব্রাহীমা মিনান্নারি ইয়াওমা আশূরায়া - ইয়া রাফিয়া ইদরীসা ইলাস্ সামা-ই ইয়াওমা আশূরায়া - ইয়া মুজীবা দাও ওয়াতি সালিহিন্ ফিন্ নাকাতি ইয়াওমা আশূরায়া - ইয়া নাসিরা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা - ইয়া রহমানাদ্ দুনিয়া অল্ আখিরাতি অ রাহীমা হুমা সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন্ অ আলা আলি সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন অ সাল্লি আলা জামিইল আম্বিয়ায়ে অল্ মুরসালীনা অক্দে হাজাতানা ফিদ্ দুনিয়া অল্ আখিরাতি অ আতিল উমারানা ফি তয়াতিকা অ মুহাব্বাতিকা অ রিদাকা অ-আহয়িনা হায়াতান্ তাইয়ে বাতান অ-তাওয়াফ্ ফানা আলাল ইমানি অল্ ইস্লামি বিরাহমা তিকা ইয়া আর্ হামার রাহিমীনা। আল্লাহুম্মা বি-সিরি'ল্ হাসানে অ-আখিহি অ-উম্মিহি অ-আবীহি অ-জাদ্দিহি অ-নাবীইহি ফারি'জ আন্না আম্মা নাহনু ফীহে।

ইহার পর সাতবার পাঠ করিবে

سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ

الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَاءَ مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ

كُلِّهَا نَسْئَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَهُوَ

حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْوُجُوْدِ

وَعَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাল্লাহি মিল্উল্ মীযানি অ-মুন্তাহাল ইল্মি অ-মাবলিগার্ রিদা অ-যিনাতাল্ আর্শি লা-মাল্জায়া অলা-মানজায়া মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি সুব্হানাল্লাহি আদাদাশ্ শাফ্য়ি অল্ অত্রি অ-আদাদা কালিমা তিল্লাহিত্ তাম্মাতি কুল্লিহা নাস্য়ালু কাস্ সালামাতি বি-রাহমাতিকা ইয়া আর্ হামার্ রাহিমীনা অ-হুয়া হাস্বুনা অ-নিমাল্ অকীলু নিমাল্ মাওলা অ-নিমান্ নাসীরু অলা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলি ইল্ আজীম্ অ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিঁউ অ-আলা আলিহী অ-সাহবিহী অ-আলাল্ মুমিনীনা অল্ মুমিনাতি অল্ মুসলিমীনা অল্ মুসলিমাতি আদাদা

pdf By Syed Mostafa Sakib

যারাতিল্ অজুদি অ-আদাদা মা'লুমাতিল্লাহি অল্ হাম্দু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামীন।

দুয়ায় আশুরায়া পাঠ করিবার নিয়ম

দশই মুহার্‌রম—আশুরার দিন গোসল করিয়া দুই রাকয়াত নামাজ পড়িবে—প্রত্যেক রাক্‌য়াতে সূরা ফাতিহার পর দশবার করিয়া সূরা ইখলাস্—'কুল্হু আল্লাহু আহাদ' শরীফ পাঠ করিবে, সালাম ফিরাইবার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং নয়বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, তারপর দুয়ায় আশুরায়া পাঠ করিবে—ইনশা আল্লাহ, আগামী আশুরায়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে।

(আ'মালে রেজা ২য় খণ্ড ১১১/১১২ পৃষ্ঠা)

দুয়ায় শাবান

اَللّٰهُمَّ يَا ذَاالْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

وَيَا ذَاالطَّوْلِ وَالْاِنْعَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِيْنَ وَجَارَ

الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَاَمَانَ الْخَائِفِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِىْ

عِنْدَكَ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ

مُقَتَّرًا عَلَىَّ فِى الرِّزْقِ اَوْ مُعْسِرًا فَامْحُ اَللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

شَقَاوَتِيْ وَحِرْمَانِيْ وَطَرْدِيْ وَاقْتِتَارَ رِزْقِيْ وَمَرَضِيْ

وَاثْبِتْنِيْ عِنْدَكَ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفِّقًا

لِلْخَيْرَاتِ مُعَافًى مَغْفُوْرًا مَرْحُوْمًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

فَاِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِيْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلَ عَلٰى

لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْحُوْ

اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ اِلٰهِيْ بِالتَّجَلِّيْ

الْاَعْظَمِ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِيْ

يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ وَيُبْرَمُ اَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ

الْبَلَاءِ وَالْبَلْوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا اَنْتَ بِهٖ

اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَاَوْلِيَائِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا هُوَ

اَهْلُهٗ وَكَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ اَفْضَلَ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مِنَّا وَمِنْ اَهْلِنَا وَمِنْ جَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بَرَكَاتِهٖ بَاقِيَةً فِيْنَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامِ اٰمِيْنَ ০

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া যাল্ মান্নি অলা ইয়ামুন্নু আলাইহি অ-ইয়া যাত্ তাওলি অল্ ইন্য়ামি লা-ইলাহা ইল্লা আনতা জাহারাল্ আজীনা অ-জারাল্ মুস্তাজিরীনা অ-আনাল্ খা-ইফীনা আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা কাতাব্তানী ইন্দাকা ফী উম্মিল কিতাবি শাকিয়ান্ আও মাহরুমান্ আও মাতরু দান্ আও মুক্তার রান্ আলাইয়া ফির্ রিজ্কি আওমারি দান্ ফামহু আল্লাহুম্মা বিফাদলিকা শিকা ওয়াতি অ হির মানী অ-তারদী অক্ তাতারা রিজ্কি অ-মারদিই অস্ বুত্নী ইন্দাকা ফী উম্মিল কিতাবি সাঈদান্ মারজুকান্ মুওয়াফ ফিকান্ লিল্ খয়রাতি মুয়াফাম্ মাগ্ফুরাম্ মারহুমান ইলা ইয়াওমিল্ কিয়ামাতি ফা-ইন্নাকা কুল্তা অ-কাওলুকাল্ হাক্কু ফী-কিতাবিকাল্ মুনাজ্জালা আলা লিসানে নাবীইকাল্ মুরসালে সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অ-সাল্লামা ইয়াম্ হুল্লাহু মা-ইয়াশাউ অ-ইউস্ বিতু অ-ইন্দাহু উম্মুল কিতাবি ইলাহি বিত্ তাজাল্লিল্ আ'জামি ফি-লাইলাতিন্ নিসফি মিন্ শাহরি শা'বানাল্ মুকাররামিল্লাতি ইয়াফ্রুকু ফীহা কুল্লু আম্রিন হাকীমিন্ অ-ইউব্রামু আন্ তাক্শিফা আন্না মিনাল্ বালাই মা-না'লামু অ-মা-লা-না'লামু অমা-আন্তা বিহী আ'লামু ইন্নাকা আন্তাল্ আয়াজ্জুল্ আকরামু অ-সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিউঁ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অ-আলিহী অ-সাহবিহী অ-সাল্লামা অল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন্‌। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিউঁ অ-আলিহী অ-সাহবিহী অ-আউলিয়া ইহী অ বারিক অ সাল্লিম্‌ কামা হুয়া আহ্‌লাহু অ-কামা তুহিব্বু অ তারদা লাহু আফ্‌দালাস্‌ সলাতি অস্‌ সালামি মিন্না আমিন্‌ আহলিনা অ-মিন জামীইল্‌ মু'মিনীনা অল্‌ মু'মিনাতিল্‌ আহ্‌ ইয়ায় মিন্‌হুম অল্‌ আম্‌ ওয়াতি আল্লাহুম্মাজ্‌ আল্‌ বারাকাতাহু বাকিই য়াতান্‌ ফীনা ইলা ইয়াওমিল্‌ কিয়ামাতে আমীন।

দুয়ায় শাবান পাঠ করিবার নিয়ম

শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে মাগরিব এর পর তিনবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে। প্রথম বারে শান্তির সহিত দীর্ঘায়ুর নিয়াতে, দ্বিতীয় বারে বিপদ দূরীকরণের, তৃতীয়বারে দৌলাত হাসেল করিবার নিয়াতে পাঠ করিবে। প্রত্যেকবার ইয়াসীন শরীফ পাঠ করিবার পূর্বে দুই রাকয়াত করিয়া নফল নামাজ পড়িবে। ছয় রাকয়াত নফল শেষ করিয়া 'দুয়ায় শাবান' পাঠ করিবে। ঐ দিনে গোসল করিলে বালা, মুসিবত ও যাদু থেকে নিরাপদ থাকিবে। সাতটি কুলের পাতা বাটিয়া এক কলসী পানিতে মিশাইয়া গোসল করা উত্তম। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী এবং তাঁহার সাহেবজাদা মুফতীয়ে আজমে হিন্দ আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা রহমা তুল্লাহি আলাই হিমা এই নিয়মে আমল করিতেন। (আ'মালে রেজা ২য় খন্ড ১১২/১১৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুয়ায় খাত্‌মে খাজেগানে চিশ্‌তীয়া

يَا مُفَتِّحَ الْاَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ وَيَا دَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِىْ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ فَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ يَارَبِّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া মুফাত্‌তিহাল্‌ আবওয়াবি অ-ইয়া মুসাব্বিয়াল্‌ আস্‌বাবি অ-ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি অল্‌ আব্‌সারি অ-ইয়া দালীলাল্‌ মুতা হারি'না অ-ইয়া গিয়াসাল্‌ মুস্তাগীসিনা আগিস্‌নী তাওয়াক্‌ কালতু আলাইকা ইয়া রব্বি ফাও ওয়াদ্‌তু আম্‌রী ইলাইকা ইয়া রব্বি অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলি ইল্‌ আজীম।

খাত্‌মে খাজেগানের নিয়ম

কোন এক ব্যক্তি দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিবে। প্রত্যেক রাকয়াতে সুরা ফাতিহার পর তিনবার করিয়া সুরা ইখ্‌লাস— 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করিবে। নামাজ শেষ করিয়া 'দুয়ায় খাতমে খাজেগান' সাতবার পাঠ করিবে। অতঃপর সাতজন অথবা কয়েকজন মানুষ মিলিয়া বিস্‌মিল্লাহর সহিত সুরা ফাতিহা উনআশি বার এবং সুরা ইখলাস এক হাজার একবার,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবার সূরা ফাতিহা সাতবার এবং দরূদ শরীফ একশত বার পাঠ করিবে। এইগুলি পাঠ করিবার মাঝখানে কোন কথা বলা চলিবে না। সবশেষে নিম্নের বুজর্গদের আরওয়াহ্তে সওয়াব রেসানী করিবে—খাজা বায়জিদ বুস্তামী, খাজা আবুল হাসান খেরকানী, খাজা ইউসুফ হাম্দানী, খাজা আবদুল খালেক গেজদেওয়ানী, খাজা আবু মানসুর মাতারিদী, খাজা আহমাদ লেসবী, খাজা বাহা উদ্দীন নক্শাবন্দী। (আ'মালে রেজা ২য় খণ্ড ৬৭/৬৮ পৃষ্ঠা)

দুয়ায় দাফয়ে বালা

কঠিন বিপদের সময়ে অথবা কোন মহামারি আরম্ভ হইলে ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদি কোন পশুর দুই কানে সতেরো বার করিয়া দুয়াটি পাঠ করিয়া ফুক দিবে এবং উহাকে জবাহ করতঃ গোস্ত গরীব মিসকীনকে বিতরণ করিয়া দিবে—ইনশাল্লাহ বিপদ দূর হইয়া যাইবে।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالْفُتُوحِ

وَكَسْبِ الْحَسَنَةِ وَاحْفَظْنَا مِنْ كُلِّ عِلَّةٍ وَشِدَّةِ مَرَضٍ

وَوَبَاءٍ وَبَلِيَّةٍ وَكُلِّ مِحْنَةٍ يَا سُبُّوحُ يَا قُدُّوسُ بِسْمِ اللّٰهِ

طَاسُوسًا بِسْمِ اللّٰهِ مَاسُوسًا اَذْبَحُ غَنَمِى بِقُرْبَانِ الْمَلِكِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْجَبَّارِ مِنْ كُلِّ حَلَالٍ فَادْفَعْ طَاعُوْنًا بِحَقِّ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِيْنِ ○ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু মাফ্‌তাহ্‌ লানা আব ওয়াবার রহমাতে অস্‌ সায়াদাতে অল্‌ ফুতুহে অ-কাস্‌বিল হাসানাতে অহ্‌ফাজ্‌না মিন কুল্লি ইল্লাতিন অ-শিদ্দাতি মারাদিম্‌ অ-অবাইউঁ অ-বালি-ইয়াতিন্‌ অ-কুল্লি মিহনাতিন ইয়া সুববুহু ইয়া কুদ্দুসু বিস্‌ মিল্লাহি ত্বাসুসান বিস্‌ মিল্লাহি মাসুসান আজবাহু গণামী বি কুরবানিল্‌ মালিকিল জাব্বারি মিন কুল্লি হালালিন ফাদ্‌ফা' ত্বাউনান্‌ বি-হাকিব নি'মাল্‌ মাওলা অ-নি'মান্‌ নাসীরি লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্‌ জালিমীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আউজুবিকা মিন শারি' নাফ্‌সী অ-মিন শারি'শ্‌ শা-ইয়াতিনি বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। (আ'মালে রেজা ২য় খণ্ড ৭৭ পৃষ্ঠা)

দুয়ায় ইস্তিখারাহ

ঈশার নামাজের পর গোসল করিয়া পবিত্র ও পরিষ্কার পোষাক পরিধান করিয়া, সুগন্ধ লাগাইয়া বিস্‌মিল্লাহর সহিত একশত বার নিম্নের দুয়াটি পাঠ করিবার পর নিম্নের দরূদ শরীফটি পাঁচশত বার পাঠ করিয়া শয়ন করিলে স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে কিনা বিস্তারিত বিবরণ জানাইয়া দিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা হির'াহ্‌মা নির'াহীম। হুয়াল্‌ আওয়ালু অল্‌ আখিরু অজ্‌জাহিরু অল্‌ বাতিনু অহুয়া বি-কুল্লি শাই্‌ ইন্‌ আলীম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا عِنْدَكَ مِنَ الْعَدَدِ فِىْ كُلِّ لَحْظَةٍ وَّلَمْحَةٍ مِّنَ الْاَزَلِ وَالْاَبَدِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন অ-আলা আলি মুহাম্মাদিম্‌ বি-আদাদি মা-ইনদাকা মিনাল্‌ আদাদি ফী কুল্লি লাহ্‌জাতিঁউ অ লামহাতিম্‌ মিনাল আজালি অল্‌ আবাদ।

(আ'মালে রেজা ২য় খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইস্তেখারার দ্বিতীয় দুয়া

নতুন অজু করিয়া দুই রাকয়াত নফল নামাজ পড়িয়া দুয়াটি সাতবার পাঠ করিবে, উহার পূর্বে ও পরে তিনবার করিয়া দরুদ শরীফ পড়িয়া নিবে। অতঃপর মন যেদিকে বেশি ঝুকিবে তাহাই করিবে।

اَللّٰهُمَّ خِرْلِیْ وَاخْتَرْلِیْ وَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی اِخْتِیَارِیْ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা খারলী অখ্‌তারলী অলা তাকিলনী ইলা ইখ্‌তিয়ারী। (আ'মালে রেজা ২য় খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা)

দুয়ায় হিল্লুল মুশ্‌কিলাত

প্রত্যেক দিন ফজর ও আসরের নামাজের পর 'দুয়ায় হিল্লুল মুশকিলাত' পাঠ করিলে সমস্ত প্রকার বিপদ থেকে নিরাপদ হইবে, সমস্ত চঞ্চলতা দূর হইবে, ঈমান ঠিক থাকিবে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত জায়গায় সাহায্য করিবেন, দুশমন ধ্বংস হইবে, হিংসুক নিজ হিংসায় জ্বলিবে, মৃত্যুর সময় কষ্ট হইবে না, কবরে শান্তিতে থাকিবে, নেকীর পাল্লা ভারি হইবে, পাহাড় সমান ঋণ থাকিলেও তাহা পরিশোধ করিতে পারিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ - اَللّٰهُمَّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَكْسِنِىْ كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَمِنْ اَيْنَ شِئْتَ

حَسْبِىَ اللّٰهُ لِدِيْنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِدُنْيَاىَ حَسْبِىَ اللّٰهُ

لِمَا اَهَمَّنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ بَغِىَ عَلَىَّ

حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ حَسَدَنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ

لِمَنْ كَادَنِىْ بِسُوْءٍ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ

الْمَسْئَلَةِ فِى الْقَبْرِ حَسْبِىَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিনাল হাম্মি অল্ হুযনি অ-আউজু বিকা মিনাল ইজযি অল্ কাসলি অ-আউজু বিকা মিনাল জুবনি অল্ বুখ্লি অ-আউজু বিকা মিন গলাবাতিদ্ দাইনি অ-ক্বাহরির্ রিজালি। আল্লাহুম্মা আকসিনী কুল্লা মুহিম্মিন মিন্ হাইসু শি'তা অ-মিন আইনা শি'তা হাস্বি আল্লাহু লি দ্বীনি হাস্বি আল্লাহু লি-দুনিয়া ইয়া হাস্বি আল্লাহু লিমা আহাম্মাতি হাস্বি আল্লহু লিমান বাগিয়া আলাইয়া হাস্বি আল্লাহু লিমান হাসাদানী হাস্বি আল্লাহু লিমান কাদানী বি-সুইন্ হাস্বি আল্লাহু ইনদাল্ মাওতি হাস্বি আল্লাহু ইন্দাল মাস্য়ালাতি ফিল্ কাব্রি হাসবি আল্লাহুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্ কালতু জহুয়া রব্বুল আর্শিল আজীম। (শামে শাবিস্তানে রেজা ১ম খণ্ড ৯৯ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুয়ায় কাদেরীয়া রেজবীয়া

'দুয়ায় কাদেরীয়া রেজবীয়া' এর আমলে দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্ত উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। প্রতিদিন ফজরের পর একবার করিয়া অথবা কোন কঠিন বিপদে পড়িয়া প্রত্যেক নামাজের পর তিনবার করিয়া অত্যন্ত বিনয়ীর সহিত পাঠ করিবে।

یا الٰہی رحم فرما مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے

یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے

مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے

کربلائیں ورد شہید کربلا کے واسطے

سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے

علم حق دے باقر علم ھدا کے واسطے

صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر

بے غضب راضی ھو کاظم اور رضا کے واسطے

بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری

جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے

بہر شبلی شیر حق دنیا کتوں سے بچا

ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے

بو الفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد

بو الحسن اور بوسعید سعد زا کے واسطے

pdf By Syed Mostafa Sakib

قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے

احسن اللہ رزقا سے دے رزق حسن
بندہ رزاق تاج الاصفیا کے واسطے

نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ
دے حیات دیں محی جانفزا کے واسطے

طور عرفان و علو و حمد و حسنی و بہاء
دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے

بہر ابراھیم ھم پر نار غم گلزار کر
بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے

خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال
شہ ضیا مولی جمال الاولیاء کے واسطے

دے محمد کے لئے روزی کر احمد کے لئے
خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے

دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے
عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے

جب اھل بیت دے آل محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے
کر شہید عشق ھمزہ پیشوا کے واسطے

دل کو اچھا تن ستھرا جان کو پور نور کر
اچھے پیارے شمس دیں بدر العلیٰ کے واسطی

pdf By Syed Mostafa Sakib

دوجہاں میں خادم ال رسول اللہ کر

حضرت ال رسول مقتدا کے واسطے

کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے

میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے

صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل

عفو عرفاں عافیت احمد رضا کے واسطے

উচ্চারণ ঃ—

ইয়া ইলাহী রহম্ ফারমা মুস্তাফা কে অয়াস্তে

ইয়া রসুলাল্লাহ করম কিজিয়ে খোদাকে অয়াস্তে

মশকিলেঁ হাল্ কার্ শাহে মুশকিল কোশাকে অয়াস্তে

কারবালায়েঁ অরদ্ শাহীদে কারবালা কে অয়াস্তে

সাইয়েদে সাজ্জাদকে সাদকে মে সাজিদ রাখ মুঝে

ইল্মে হাক্ক্ দে বাকিরে ইল্মে হুদাকে অয়াস্তে

সিদকে সাদেক্ কা তাসাদ্দুক সাদেক্কুল ইসলাম কার

বি-গযব্ রাজী হু কাযেম আওর রেজাকে অয়াস্তে

বাহ্রে মা'রুফ অ-সিরি' মা'রুফ্ দে বে-খোদ সিরি'

জুন্দে হাক্ক্ মে গিন্ জুনাইদ্ বা সাফাকে অয়াস্তে

বাহ্রে শিব্লী শেরে হাক্ক্ দুন্-ইয়াকে কুত্তোঁসে বাঁচা

এক্কা রাখ্ আব্দি অয়াহিদ বে-রিয়াকে অয়াস্তে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুল ফারাহ্ কা সাদক্বা কার গম্‌কো ফারাহ দে হুসন্ ও সায়াদ

আবুল হাসান্ আওর বু-সাঈদ্ সায়াদ জাকে অয়াস্তে

ক্বারেদী কার ক্বাদেরী রাখ্ ক্বাদেরী উঁমে উঠা

ক্বাদ্‌রে আব্দুল ক্বাদির কুদরাত নুমাকে অয়াস্তে

আহ্‌সানাল্লাহু লাহু রিজকান সে দে রিজ্‌কে হাসান

বান্দায় রাজ্জাক তাজুল্ আস্‌ফিয়াকে ওয়াস্তে

নাস্‌রে আবী সালেহ্ কা সাদকায় সালেহ্ ও মানসুর রাখ

দে-হায়াতে দ্বীনে মহীয়ে জানিফ্‌জাঁ কে অয়াস্তে

তূরে ইর্‌ফান্ অ-উলু অ-হামদ্ অ-হাস্‌না অ-বাহা

দে আলী মুসা হাসান আহমাদ কে অয়াস্তে

বাহ্‌রে ইব্‌রাহীম হাম্‌পার নারে গম্ গুল্‌জার কার

ভিক্ দে দাতা ভিখারী বাদশাকে অয়াস্তে

খানায়ে দিলকো যিয়াদে রুয়ে ঈমান কো জামাল

শাহ জিয়া মাওলা জামালুল আউলিয়াকে অয়াস্তে

দে মোহাম্মাদ কে লিয়ে রুজী কার আহমাদ কে লিয়ে

খানে ফাজ্‌লুল্লাহ সে হিস্‌সা গাদাকে অয়াস্তে

দ্বীন ও দুন্-ইয়া কি মুঝে বর্কাত দে বর্কাত সে

ইশ্‌কে হাক্‌দে এশ্‌কী ইশকে ইন্তেমাকে অয়াস্তে

হুবেব আহলে বায়েত দে আলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অ সাল্লাম কে লিয়ে

কার শহীদে ইশকে হাম্‌জা পেশওয়াকে অয়াস্তে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিল্ কো আচ্ছা তান্ কো সুথরা জান্কো পুর নূর কার

আচ্ছে পেয়ারে শামসে দিঁ বাদরুল্ উলাকে অয়াস্তে

দো জাহাঁ মে খাদেমে আলে রসুলুল্লাহ কার

হজরাতে আলে রসুলে মুক্তাদাকে অয়াস্তে

কার আত্বা আহমাদ রেজায় আহমাদ মুরসাল মুঝে

মেরে মাওলা হজরত আহমাদ রেজাকে অয়াস্তে

সাদকা উন আ'-ইয়াঁকা দে ছে আইনে ইজ্জ্ ইল্ম ও আমাল

আফ্বু ইর্ফাঁ আফী ইয়াত আহমাদ রেজাকে অয়াস্তে ।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

উরস মোবারক

স্থান—পুটখালি খাঁপাড়া, মহেশতলা, দঃ ২৪ পরগণা

হযরত সৈয়দ শাহ্ এনামুল হক আল-কাদের (রঃ আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বজ্‌বজ্‌ বিধানসভা এলাকার একটি ছোট্ট গ্রাম পুটখালি। প্রতি বছর ১৩ই ফাল্গুন দিনটি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষের আগমনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে ওঠে গ্রামটি। যাঁর স্মরণে এই মহা-মিলনোৎসব (উর্‌স-পাক) সৈয়দ শাহ্‌ এনামুল হক আল-কাদেরীর (রঃ আঃ) সমাধি (মাজার শরীফ) পুটখালির ঠিক মাঝখানটিতে অবস্থিত।

হজরত মহম্মদের (সাঃ আঃ) নাতি ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধরদের একটি শাখা তৎকালিন ক্ষমতালোভী আরবীয় শাষক-বর্গের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং ধর্ম প্রচার-উদ্দেশ্যে বর্তমান ইরাকের বাগদাদে এসে উপস্থিত হন। এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই বংশের হজরত মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানীর (বড়পীর) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁর এক পুত্র আব্দুর রাজ্জাকের বংশের একটি শাখা চলে আসে কেরমান শরীফে। এই ধারা ক্রমশঃ এসে পৌঁছায় ফুলওয়ারী শরীফ হয়ে বর্তমান হাওড়া জেলার হাফেজপুর গ্রামে। হাফেজপুরে যে মহাপুরুষের আগমন হয়েছিল তিনি সৈয়দ শাহ্‌ দুন্দি ফুলওয়ারী (রাঃ) নামে পরিচিত। আরবী ফরাসী প্রভাবিত বাংলা পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি 'শাহ্‌ গরীবুল্লাহ্‌' (দ্রঃ বিশ্বকোষ) এঁরই প্রথম সন্তান। শাহ্‌ ফুলওয়ারীর দ্বিতীয় সন্তান আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ সৈয়দ শাহ্‌ সবরুল্লাহর অধস্তন সপ্তম পুরুষ এবং হজরত মহম্মদের (সাঃ) ৪১তম পুরুষ হলেন সৈয়দ শাহ্‌ এনামুল হক আল কাদেরী। পিতার নাম সৈয়দ শাহ্‌ আবুল হক (রাঃ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অত্যন্ত মেধাবী এনামুল হক অল্প বয়সেই মাদ্রাসায় কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনা শেষ করে শিক্ষকতা করতে শুরু করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মাটিই যাঁর শিক্ষকতার মুক্ত-অঙ্গন ; মাদ্রাসার গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ থাকেন নি। সমগ্র জাতির জন্য তিনি যে শিক্ষা দান করলেন, তার মূল কথা হলো—ইমান মানুষের পরম সম্পদ। কোনো বদ-আক্বীদাহ্ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটিকে যেন নষ্ট হতে না দেওয়া হয়। এই মহান ওলি-আল্লাহর জীবনে বহু কারামতের সমাবেশ রয়েছে।

১৩৯২ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন অগণিত মুরীদানদের সাথে নিয়ে মহফিলে মিলাদ শেষ করে দরবারে এলাহীতে প্রার্থনা-রত অবস্থায় হযরত মাওলানা সৈয়দ এনামুল হক ক্বাদেরী এন্তেকাল ফরমান।

তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মাসউদুর রহমান ক্বাদেরী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই ভাবধারা বিতরণে নিয়োজিত আছেন। প্রতি বছর ১৩ই ফাল্গুন উরুস-পাকে বহু উলামায়ে আহলে সুন্নাত হাজির থাকেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিষ্ঠান

MADRASAH

GAWSIYA RIZBIYA MASUD-UL-ULUM

মাদ্রাসা গাওসিয়া রিজবীয়া মাসউদুল উলুম

প্রতিষ্ঠাতা—সৈয়দ মাসউদুর রহমান ক্বাদেরী

Estd.-1996

Vill-Balarampur (Jamadarpara), P.O. Maheshtala,
P.S. Budge Budge, Dist. 24 Parganas (S),
Pin—743352. West Bengal

সাং-বলরামপুর (জমাদারপাড়া) পোষ্ট-মহেশতলা, থানা-বজবজ
জেলা-২৪ পরগণা (দঃ) পিন-৭৪৩৩৫২ (পশ্চিম বাংলা)

pdf By Syed Mostafa Sakib